THE

GOALBA-SANOOAR,

A PERSIAN NOVEL,

BY

DWARKANATH COONDO.

গোলবে-সেনুয়ারী

শ্রীদ্বারকানাথ কুণ্ড প্রণীত।

কলিকাতা

লা এণ্ড শীল ব্রাদরস্ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দা ১২৬৬।

☞ এই পুস্তক, গরাণহাটায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দের পুস্তকালয়ে ও ৺ মথুরামোহন সেনের ফুলবাগানের গলীতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র কুণ্ডের ২৫ নং বাটীতে বিক্রেয়।

মূল্য ।৵০ আনা। উত্তম বাঁধাই ।।০ আটআনা

সূচীপত্র।

গোলেবে-সেনেয়ার।

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বগুণে গুণাকর, ছিল এক নৃপবর,
সুনগরী তুর্কস্থানে ধাম।
প্রজার পালনে রত, শান্ত দান্ত দৃঢ়ব্রত,
সমসাদ-লালপোষ নাম ॥
সদাশয়, সত্যাশ্রয়; দীন দৈন্যে দয়াময়,
অনাথের নাথ নরেশ্বর।
সুজন সুহৃদ অতি, দুর্জ্জন দলনে মতি,
সুনীতি সুধর্ম্মবিদাম্বর ॥
প্রতাপে পাবকোপম, ক্ষান্তিগুণে ক্ষিতি সম,
দানে কর্ণ রণে ভৃগুপতি।
ধর্ম্মেতে পাণ্ডবাগ্রজ, ব্রহ্মচর্য্যে কমলজ,
গুণগণে ধন্য বসুমতী ॥

যোগেতে যোগীন্দ্র যেন, বুদ্ধে বৃহস্পতি হেন,
কবিতায় কবি কালীদাস।
গানেতে গন্ধর্ব্ববর, কলকণ্ঠ জিনি স্বর,
শ্রবণেতে শ্রবণ উল্লাস॥
ধনেতে ধনেশ ভূপ, মদন মোহন রূপ,
বদন শশাঙ্ক শোভা ধরে।
ম্লানমুখ অপযশ, যশে দশদিক বশ,
সুরভিত দেশ দেশান্তরে॥
যেমন সুজন ভূপ, পরিষদ্ সেইরূপ,
পরিবৃত বিবুধ নিকরে।
অমাত্য সুপাত্র অতি, ন্যায় বিচারেতে মতি,
সুবিচারে সদা রাজ্য করে॥
প্রজাগণ সুখীমনে, দুঃখলেশ নাহি ক্ষণে,
সদা সুখে করে রাজ্যে বাস।
নাহি তথা ডাকাচুরি, সুরক্ষিত রাজপুরী,
সদাকাল সত্যের প্রকাশ॥
সম্পদের সীমা হীন, কোনজন নহে দীন,
রাজলক্ষ্মী বিরাজে ভবনে।
কত রত্ন রত্নাকরে, যে রত্ন নৃপের ঘরে,
সংখ্যা করে নরে সে কেমনে॥

হয় হস্তি পদাতিক, অশ্বারোহী সমধিক,
রক্ষাকরে রাজপুরী খান।
কেহ নহে বৈরিপক্ষ, সকলে নৃপের পক্ষ,
বৈরিগণ ভয়ে ম্রিয়মান॥
যতেক মণ্ডলেশ্বর, সকলে যোগায় কর,
রাজপদে ভক্তি করে কত।
নতশির সবাকার, নাহি করে অত্যাচার,
সমর শঙ্কায় অনুগত॥
এক মাত্র রাজরাণী, রূপে রমা গুণে বাণী,
ক্ষৌণীপাণি প্রতি প্রীতি মতি।
রত্নগর্ব্বা মহিষীর, সপ্ত পুত্র সবে ধীর,
গুরুজনে ভক্তি রাখে অতি॥
এক দিন ভূভূষণ, আরোহিয়া সিংহাসন,
রত্নরাজী রাজিত সভায়।
সুরবৃন্দ সহ যেন, ত্রিদশের নাথ হেন,
শাস্ত্রালাপ করিছেন রায়॥
ভুপতির জ্যেষ্ঠ সুত, হইয়া বিনয় যুত,
হেনকালে করযোড়ে কয়।
নিবেদন নরপতি, যদি দেন অনুমতি,
একবার যাই মৃগয়ায়॥

বাসনা হয়েছে মনে, যাইব বিজন বনে,
শীকার করিতে পশুচয়।
শুনিয়া সুতের বাণী, তুষ্ট হয়ে ক্ষৌণীপাণি,
অনুজ্ঞা দিলেন সে সময়॥

রাজপুত্রের মৃগয়ায় গমন।

পেয়ে, পিতার অনুমতি, কুমার দ্রুতগতি,
কাননে করিল গমন।
লয়ে, সেনানী বহুতর, নিকর অনুচর,
তুরগ পদাতি বারণ॥
সবে, সমরে মহাবীর, ছুড়িছে ঘনতীর,
তুষিছে নৃপজের মন।
করে, বিবিধ প্রহরণ, শরীরে সুভূষণ,
বিপক্ষ দলনে ভীষণ॥
শিরে, শোভিত হেমতাজ, জড়য়া কত কাজ,
শশাঙ্ক জিনি চারুছবি।
পদ, ভরেতে মহীতল, করিছে টল টল,
আয়ুধে আবরিল রবি॥

সবে, পুলকী অতিশয়, শমনে নাহি ভয়,
পবনে জিনি বেগগতি।
কেহ, তুরগ আরোহণে, কেহ বা সুবারণে,
কেহ বা পদে করে গতি ॥
বাজে, মাদল ঢাকঢোল, টিকারা ঝাঁঝ রোল,
মৃদঙ্গ দামামা দগড়।
বাজে, বাঁশরী সুরসাল, দিতেছে করতাল,
শ্রবণে সচেতন জড় ॥
হেন, রূপেতে রাজসুত, হইয়া সুখযুত,
প্রবেশে গহন কানন।
মৃগ, মারিতে মনে সাধ, না গণে পরমাদ,
প্রমোদে বিশেষমগন ॥
রাজপুত্র যুবরাজ, প্রবেশি কানন মাঝ,
বনশোভা করে দরশন।
নানাবিধ তরুগণ, ফলে ফুলে সুশোভন'
শাখীপরে ডাকে পাখীগণ ॥
নানাবিধ বনচর, ঘোরমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
শার্দ্দূল কেশরী করিবর।
সজারু গণ্ডার আর, বরাহাদি কৃষ্ণসার,
মনোসুখে ভ্রমে নিরন্তর ॥

কোনখানে বেগবতী, বহিতেছে স্রোতস্বতী,
শ্যামল বরণে তট শোভা।
নিরমল তার নীর, সুমধুর যেন ক্ষীর,
বিরাগী জনের মনোলোভা॥
আসি নানা পশুগণ, হইয়া প্রফুল্ল মন,
নির্ঝরেতে করে জলপান।
শ্রান্তি দূর করি তবে, স্বগণ সহিত সবে,
তৃণোপরি করে অবস্থান॥
কোন খানে মৃগগণে, সহর্ষে সযূথ সনে,
বনভূমি ভ্রমিয়া বেড়ায়।
খেয়ে নব তৃণ জল, করে তনু সুশীতল,
নাহি রহে ধনের সেবায়॥
দীন বাক্যে কারো কাছে, কিঞ্চিৎ নাহিক যাচে,
নাহি করে কারো উপাসনা।
নাহি মান অপমান, সমভাব সর্ব্বস্থান,
ধনাশায় নহে ক্ষুণ্ণ মনা॥
খায়দায় সুখে রয়. কাহারে না করে ভয়,
যাচ্ঞা না করে কারো কাছে।
সর্ব্বদা স্বগণ সনে, একভাবে একমনে,
সদাকাল সদানন্দে আছে॥

না সহে পরুষ ভাষ, নাহি পরে দীন বাস'
কৃতাঞ্জলি নাহি কোনদায়।
শ্যামল তৃণেরোপর, শয্যা করি মনোহর,
নিদ্রাকালে সুখে নিদ্রাযায়॥
যথাকালে পায় খেতে, না হয় অন্যত্রে যেতে,
যথা বাস আহার সেখানে।
দন্তে নব তৃণকাটি, তাই খাদ্য পরিপাটি,
তৃষা ক্ষুধা নদীনীর পানে॥
কোনখানে ব্যাঘ্র সব, করিতেছে ঘোর রব,
ক্ষুদ্র পশু করিছে শীকার।
শ্রবণ করি সে রব, ভয়েতে সঙ্কুল সব,
তৃণভোজী ভাবে মহামার॥
কোন স্থলে বনচরে, স্নেহে স্ব শাবকেরে,
সুখে করাইছে স্তন পান।
কোথাও মিথুন যোগ, স্বভাবের উপভোগ,
পরিতৃপ্ত করে মনঃ প্রাণ॥
এইরূপ নৃপজনু, হইয়া পুলক তনু,
নিরখিছে কাননের শোভা।
দৈবে তথা যুবরায়, নয়নে দেখিতে পায়,
সুরঙ্গ কুরঙ্গ মনোলোভা॥

বরণ কনক ভাস, বন ভূমি সুপ্রকাশ,
করিয়াছে রূপের ছটায়।
ক্ষীণপদ বায়ুগতি, চপল শ্বাপদ অতি,
আপদ ভাবিয়া বেগে ধায়॥
নেত্রে হেরি মৃগবর, অপরূপ মনোহর,
ভূপজের মানস মোহিল।
ধরিতে মানস করি, বামকরে ধনুধরি,
খরশর সংযোগ করিল॥
আরো স্বীয় সেনাগণে, কহিলেন প্রতি জনে,
শুন সবে বচন আমার।
সকলে যতন করি, এই মৃগ দেহ ধরি,
দিব আমি যোগ্য পুরস্কার॥
কিন্তু যদি মোরে কেহ, মৃগ নাহি ধরি দেহ,
ভবনে না করিব গমন।
অভীষ্ট না সিদ্ধ হলে, প্রবেশ করিব জলে,
না রাখিব এছার জীবন॥
এতশুনি সেনাগণ, সবে করি সুযতন,
প্রভু ভাযে কানন ঘেরিল।
যেমন দিলেক তাড়া, পাইয়া সেনার সাড়া,
কুরঙ্গ আতঙ্কে পলাইল॥

কুমার তুরঙ্গোপরে, আরোহণ করি পরে,
বেগে হয় চালাইয়া দিল।
প্রাণ ভয়ে মৃগধায়, রাজপুত্র পিছে যায়,
সেনাগণ পশ্চাতে রহিল॥
একান্ত ধরিতে সাধ, নাহি বোধ অবসাদ,
প্রমাদ না গণে ক্ষণে মনে।
হরিণে করিয়া লক্ষ্য, পরিহরি সেনাপক্ষ,
প্রবেশিল অতি ঘোর বনে॥
পরেতে পর্ব্বতোপরি, আশু আরোহণ করি,
মৃগ ধরি২ করি ধায়।
গিরিবর নীচে গিয়া, হরিণ জীবন নিয়া,
গুপ্তপথে ঝোড়েতে লুকায়॥
হরিণের অদর্শনে, ভূপাজ ভাবিত মনে,
ভেবে চিন্তে না পায় উপায়।
কি করিবে কোথা যায়, নাহি পায় সদুপায়,
নিরুপায় ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
বিড়ম্বনা বিধাতার, খণ্ডন কে করে আর,
পিপাসায় তুরঙ্গ মরিল।
আসিয়া গহন বনে, হারাইয়া সেনাগণে,
দুঃখার্ণবে কুমার পড়িল॥

রবিতাপে তপ্ততনু, ভোজ্যাভাবে হয় তনু,
বাহন বিহীন পদে গতি।
শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়, জলাশয় অলাশায়,
অন্বেষণ করিছেন তথি ॥
মনোদুঃখে কিছু দূর, গমন করিয়া শূর,
দিব্য এক হেরে উপবন।
ফলে ফুলে সুশোভিত, তরুরাজী বিরাজিত,
সৌরভে আকুল করে মন ॥
বিবিধ বিহগ সব, করিছে বিচিত্র রব,
শ্রবণেতে যুড়ায় শ্রবণ।
সুধীর মলয় বায়, মন্দ২ বহে তায়,
সংযোগীর সন্তোষ কারণ ॥
তাহে এক সরোবর, অতিশয় শোভাকর,
মনোহর সোপান নির্ম্মিত।
স্ফটিকে নির্ম্মিত সিঁড়ী, কত শত মঞ্চ পীড়ি,
হেরে হয় মানস মোহিত ॥
নির্ম্মল সরসী জল, কত শত শতদল,
কুমুদ কল্লার ফুটে আছে।
মধুলোভে ভৃঙ্গ সব, করিতেছে গুঞ্জরব,
অনুগত নলিনীর কাছে ॥

নবঢ়ার ভাব যত, কমল প্রকাশে কত,
দলবাসে ঢাকিয়া বদন।
হেলে দোলে বায়ু ভরে, যেন ছলে মধুকরে,
মান ভরে করিছে তাড়ন॥
চুতকাণ্ডে মধুলতা, প্রকাশিয়া সরলতা,
ভাবভরে করে আলিঙ্গন।
তাহে বোধ হয় হেন, মাধবী প্রবীণা যেন,
নবঢ়ায় শিখায় রমণ॥
পিক পিকবধূ সনে, শাখীপরে ফুল্লমনে,
পঞ্চম স্বরেতে করে গান।
মধুসখা সহবাস, রতি সহ বারমাস,
রতিপতি করে অবস্থান॥
তরুশাখা সুশীতল, ঢাকিয়াছে সেই স্থল,
আচ্ছাদন করি রবিকর।
তথা গেলে পান্থজন, গতক্লম সেইক্ষণ,
হেরে হয় পুলক অন্তর॥
রাজপুত্র ধীরে ধীরে, গিয়া সরোবর নীরে,
পান করি তৃষা ক্ষুধা করে।
তরুমূলে বসি পরে, পথশ্রান্তি শান্তি করে,
সুস্থ্য কিছু হইল অন্তরে॥

ক্ষণপরে যুবরায়, তথায় দেখিতে পায়,
আরামে প্রাসাদ মনোহর।
কারণ জানিতে তার, বিলম্ব না করে আর,
সেই পথে চলিলসত্বর।।

রাজকুমারের অট্টালিকা মধ্যে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ।।

পুরেতে পার্থিপ-পুত্র প্রবেশি ত্বরিত।
নির্জ্জন দেখিয়া মনে হইল চিন্তিত।।
তথাচ সাহসে ভর করিয়া তখন।
ইতস্ততঃ চারিদিক করে দরশন।।
দেখিল দালানে এক আছে সিংহাসন।
কনকে রচিত তাহা অতি সুশোভন।।
তদুপরি অধ্যাসীন এক যোগীবর।
শিরে জটা চারু ছটা বরণ সুন্দর।।
বয়সে প্রাচীন অতি পলিত চিকুর।
ললিত হয়েছে ত্বক জরায় বিধুর।।
চীরবাস কটিদেশ মেখলায় আঁটা।
ভস্ম বিলেপন অঙ্গে গলে যজ্ঞ পাটা।।

সৌম্য মূর্ত্তি শোভনীয় যেন গৌরীপতি।
কৈলাস ভূধর বরে করিছে বসতি ॥
কুমারে নিরখি যোগী জিজ্ঞাসে তখন।
কে তুমি হেথায় একা কিসের কারণ? ॥
মরণে নাহিক ভয় একি চমৎকার।
স্মরণ না কর কিছু বিপদ তোমার ॥
প্রেতপুরীতুল্য এই ভীষণ কানন।
হিংস্রজন্তু অহরহ করিছে ভ্রমণ ॥
মানবের গতি হেথা না হয় কখন।
কোনমনে ঘোরবনে দিলে দরশন? ॥
কুমার কহিছে তারে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রবণ করুন নিজ পরিচয় বলি ॥
তুর্কস্থান নামে দেশ বিখ্যাত ভুবন।
তাহার অধিপপুত্র জানিবে এজন ॥
সমুৎসুক হয়ে আমি মৃগয়া কারণে।
সেনাগণে লয়ে সনে আসি এই বনে ॥
দেখিনু কুরঙ্গ এক অতি চমৎকার।
ধরিবারে বেগে ধাই পশ্চাতে তাহার ॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে করিয়া গমন।
প্রাণভয়ে ঘোর বনে কৈল পলায়ন ॥

মৃগ ধরিবারে বেগে চালালেম হয়।
মম সেনাবলী সব অতি দূরে রয়॥
ধরিতে নারিনু মৃগ শ্রম হৈল সার।
পিপাসায় হয় মোর হইল সংহার॥
সেনাগণ কে কোথা রহিল জানি নাই।
বিপদে পড়িয়া একা ঈশ্বরে ধেয়াই॥
প্রখর রবির তাপে ক্লান্ত হয়ে অতি।
বিশ্রামার্থে আইলাম তোমার বসতি॥
বিপদে শরণ লইলাম আপনার।
এইমাত্র জানিবেন মম সমাচার॥
কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসিব মহাশয়॥
মার্জ্জনা করিবে দোষ হইয়া সদয়॥
কে আপনি মহাশয় কন পরিচয়।
কি কারণে ঘোর বনে করেন আশ্রয়॥
অন্য পরিজন কেহ না দেখি নয়নে।
একরূপ জটিল বেশ কিসের কা[illegible]ণে॥
সন্ন্যাসী কহিল বাপু কেন [illegible]
মনের নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বাল পুনর্ব্বার॥
সে কথা শ্রবণে তব কিবা প্রয়োজন।
যে কারণে করি আমি কাননে ভ্রমণ॥

শুনিয়া তোমার না হইবে উপকার।
কিঞ্চিৎ না হবে তাহে মম প্রীতকার ॥
(কুমার কহিল) নিবেদন মহাশয়।
জানিবেন পুত্র তুল্য আমারে নিশ্চয় ॥
আপন জনক তুল্য ভাবি গো তোমায়।
ক্ষতি না হইবে তব কহিলে আমায় ॥
কুমারের শিষ্টাচারে তুষ্ট হয়ে অতি।
কহিতে লাগিল বৃদ্ধ আপন ভারতী ॥
যে কারণে যতিব্রত করেছি ধারণ।
বিশেষ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥
সামান্য মানব আমি নহি কদাচন।
ছিল অগণিত মম পদাতি বারণ ॥
ধনের না ছিল ওর পুর্ণিত ভাণ্ডার।
মস্তক উপরে ধরিয়াছি রাজ্যভার ॥
প্রজাপুঞ্জ সকলেতে ছিল অনুগত।
কত শত রাজা যোগাইত কর কত ॥
প্রথম বয়সে সুখ ভুঞ্জিয়াছি কত।
বিষয়ের উপভোগ করিয়াছি যত ॥
জাঁহাশিব নাম মম বিদিত সংসার।
বাবুধ নগর ছিল অধীন আমার ॥

সপ্ত পুত্র ছিল মম বিক্রমে বিশাল।
শস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ যেন দিক্‌পাল॥
সর্ব্বদা সানন্দে কাল করেছি হরণ।
জনমে না দেখি কভু দুঃখের বদন॥
সমভাবে সুখ চিরকাল নাহি রয়।
স্বপ্ন ইন্দ্রজাল তুল্য ক্ষণে হয় লয়॥
পরে শুন গুণালয় আমি যে কারণ।
দুঃখ জলনিধি নীরে হইনু মগন॥
কৈমুছ নামেতে ভূপ চীন-অধীশ্বর।
তার নন্দিনীর রূপ অতি মনোহর॥

জাঁহাশিব ভূপতি কর্ত্তৃক চীন-রাজকুমারীর রূপ বর্ণন।

অকলঙ্ক শশী, সে নব রূপসী,
অপরূপ শোভা ধরে।
জিনি হেমভাস, বরণ প্রকাশ,
রতিপতি মন হরে॥
জিনি নবঘন, তার কেশ ঘন,
গৃধিনী গঞ্জিনী শ্রুতি।
খগপতি নাসা, অভিমান নাশা,
নাসাধরে চারুদ্যুতি॥

হরিণী নয়না, নলিনী বদনা,
মলিনতা নাহি তায়।
অধর রঙ্গিমা, ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা,
চপলা চপলা প্রায়॥
উরজ যুগল, কোমল কমল,
কনক কলস কিবা।
কিবা স্মরগড়, ভেবে বোধ জড়,
তাই ভাবি নিশি দিবা॥
কেশরী জিনিয়া, অতি চিকনিয়া,
ক্ষীণ কটিদেশ তার।
নাভী সরোবর, অতি মনোহর,
ত্রিবলী তরঙ্গ যার॥
স্থূল নিতম্বিনী, গজেন্দ্র গামিনী,
উপেন্দ্র ভাবিনী প্রায়।
উরুযুগ তার, অতি চমৎকার।
শোভা ধরে পায়২॥
বাহু সুবলিত, কাঁকন কলিত,
দলিত অঞ্জন দিটে।
সে নব ললনা, নবীন যৌবনা,
হেরে সাধ নাহি মিটে॥

অমর কি নর, অপ্সর কিন্নর,
সবার উপজে কাম।
কৈমুছ-নন্দিনী, ভুবন-মোহিনী,
মেহের-অঙ্গেজ নাম ॥

চীনাধিপের প্রশ্ন পূরণে অসমর্থ হওয়ায় জাঁহা-
শিবের সপ্ত পুত্রের জীবন সংহার।

মম বাসে এক দিন, আসি এক উদাসীন,
তার রূপ করিল বর্ণন।
বিভা হেতু পণ যেই, করেছে কামিনী সেই,
কহিল সকল বিবরণ ॥
তনয়ার প্রার্থনায়, চীনেশ কৈমুছ রায়,
করেছেন এই দৃঢ় পণ।
করিবেন প্রশ্ন যাহা, যে জন পূরিবে তাহা,
তারে কন্যা করিবে বরণ ॥
অপারক হলে তায়, পরিহরি মমতায়,
মুণ্ড তার ছেদন করিয়া।
অন্যে ভয় দেখাইতে, হেন আশা নিবারিতে,
কটকে রাখিবে ঝুলাইয়া ॥

নৃপজা-রূপের কথা, শুনি লোক যথা তথা,
বিবাহার্থে করি আকুঞ্চন।
হয়ে কন্যা অভিলাষী, স্বদেশ হইতে আসি,
রাজকরে হারায় জীবন॥
কত শত রাজসুত, নানা রূপগুণযুত,
কন্যা লোভে আসি চীন দেশে।
প্রশ্ন না পুরিতে পারি, বিচারেতে সবে হারি,
হরিসুত বাসে যায় শেষে॥
তথাচ পতঙ্গ মত, রাজসুত শত২,
জেনে ঝাঁপ দেয় হুতাশনে।
নারীরূপ অনুরাগী, হইয়া দুঃখের ভাগী,
আবাহন করয়ে শমনে॥
কতশত ভূপতির, কটকে ঝুলিছে শির,
প্রেতপুরী তুল্য সেই স্থান।
নৃপ অতি নিদারুণ, শিলা সম অকরুণ,
কারো প্রতি নহে দয়াবান॥
উদাসীন এত বলি, স্থানান্তরে গেল চলি,
সমাধান করি এ ভার।
মম জ্যেষ্ঠপুত্র যেই, সভামাঝে ছিল সেই,
শ্রবণে উন্মত্ত হৈল অতি॥

রমণীর শুনি রূপ, উথলিল কামকূপ,
পানাহার সকলি ত্যজিল।
তার ভাব মনোগত, ভৃত্যগণে অবগত,
হয়ে মম সমীপে কহিল॥
তনুজে ডাকিয়া শেষ, করিলাম উপদেশ,
ত্যজ পুত্র হেন অভিলাষ।
সে বড় কঠিন স্থান, গেলে হারাইবে প্রাণ,
আমার করিবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিলে দারুণ পণ, করিয়াছে সে রাজন,
কন্যা হেতু অনর্থ ঘটাবে।
উত্তর না দিলে পর, বধিবেন চীনেশ্বর,
বিপাকেতে পরাণ হারাবে॥
বিবাহেতে যদি মন, হইয়াছে বাছাধন,
গৃহে বসি পাবে সমুদয়।
কতশত রাজকন্যা, রূপেতে ধরণী ধন্যা,
আনি দিব কোরো পরিণয়॥
যদি সেই কন্যাধনে, একান্ত বাসনা মনে,
বল তার করি প্রীতকার।
চীনেশে লিখিয়া পত্র, তাহারে আনায়ে অত্র,
বিভা দিব সঙ্গেতে তোমার॥

যদ্যপি কৈমুছ রায়, সহজে স্বদুহিতায়,
তোমাধনে না করে অর্পণ।
লয়ে স্বীয় দল বল, প্রকাশিয়া বাহুবল,
সবংশেতে করিব নিধন।
কহিল তনয় " তাতঃ, তব পদে প্রণিপাত,
এ দাসের এই নিবেদন।
বলেতে আনিলে পরে, অগৌরব হবে পরে,
অপযশ হইবে ঘোষণ॥
বিদ্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে, তর্ক করি নৃপ সঙ্গে,
বিচারেতে করি পরাজয়।
আনিব সে কন্যা ধনে, না হয়ে চিন্তিত মনে,
আশীষ করুন মহাশয়।
করিয়া প্রতিষ্ঠা লোভ, ঘুচাব মনের ক্ষোভ,
যশোলাভ করিব জগতে।
অদৃষ্টে লিখন যাহা, কে করে খণ্ডন তাহা,
অনুমতি দেন এইমতে,,॥
চীন-রাজ্যে যাইবারে, একান্ত প্রতিজ্ঞা তারে,
দেখিয়া দিলাম অনুমতি।
পরে কিছু দিনান্তরে, কুমার গমন করে,
চীন-অধিরাজেরবসতি॥

সভামাঝে প্রবেশিয়া, ভূপতিরে প্রণমিয়া,
পরিগ্রহ করিল আসন।
কৈমুছ দেখিয়া পুত্রে, তখনি কথার সূত্রে,
স্বীয় প্রশ্ন কৈল জিজ্ঞাসন॥
"ওহে জ্ঞান সুনিপুণ, আমার বচন শুন,
বল দেখি মোরে এইক্ষণে।
গোল নামে রাজকন্যা, রূপেতে ধরণী ধন্যা,
কি করিল সেনুয়ার সনে?" ॥
নৃপবাক্য শুনি পরে, সুতের না বাক্য সরে,
না পারিল উত্তর করিতে।
নাহি পেয়ে প্রশ্নোত্তর, ঘাতুকেরে চীনেশ্বর,
আজ্ঞা দিল তখনি কাটিতে॥
জল্লাদ সত্বরে আসি, তনুজের অসু নাশি,
ফটকেতে মুণ্ড ঝুলাইল।
চরমুখে এই কথা, শুনে মনে পাই ব্যথা,
রাজ্যসুদ্ধ শোকেতে মজিল॥
তাহার কনিষ্ঠ যেই, এ সংবাদ পেয়ে সেই,
মম পদে করে নিবেদন।
"দেহ পিতা অনুমতি, চীনরাজ্যে করি গতি,
আনিব সে রমণী-রতন" ॥

বহু বুঝাইনু তায়, না শুনিল সে কথায়,
সেও গিয়া পরাণ তেজিল।
কি কব দুঃখের কথা, এইরূপ গিয়া তথা,
সপ্তপুত্র ক্রমেতে মরিল॥
তদবধি গুণরাশি, হইয়াছি বনবাসি,
বিষয় সুখেতে নাহি মন।
দারাসুত কেবা কার, দুঃখপ্রদ এসংসার,
প্রশংসার না হয় কখন॥
মিত্রামাত্য পরিজন, অমূল্যরতন ধন,
মিছে বলি আমার২।
অনিত্য জানিবে সব, ক্রমে সব হয় শব,
কত আর কব বারবার॥
এখন নিশ্চিন্ত মনে, স্মরি সেই নিত্যধনে,
পূর্ব্ব দুঃখ হয়ে বিস্মরণ।
যে কদিন আছি ভবে, ভাবি সেই ভবধবে,
ভবভাব করিয়া বর্জ্জন॥

মেহের-অঙ্গেজের রূপ শ্রবণে কুমারের আসক্তি
ও মহাচীনে গমন।

সন্ন্যাসীর মুখে হেন শুনিয়া কাহিনী।
কুমারের হৈল সাধ হেরিতে কামিনী॥

রূপের কথায় তার মজে গেল মন।
উদয় হইল ক্রমে হৃদয়ে মদন॥
কিসে শান্ত হবে মন সে রমণী বিনে।
ভাবে মনে কেমনে যাইব মহাচীনে॥
প্রেমরাগ হৃদয়েতে হইল সঞ্চার।
কুমার হইল যেন উন্মত্ত আকার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি হয় সুখ নাহি মনে।
রুচি নাহি হয় জলপান কি অশনে॥
ক্রমেতে কামিনী রূপ ভাবিতে২।
মনোদুঃখে তথাহতে এল বাহিরেতে॥
দেখিলেক সেনাগণ তার অন্বেষণে
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিছে বনে২॥
কিঙ্কর নিকর সব নিরখি তাহায়।
হরষিত হৈল যেন করে চন্দ্র পায়॥
প্রণাম করিয়া হয় আনিয়া যোগায়।
নৃপসুত আরোহণ করিল তাহায়॥
সৈন্যগণ সহ গৃহে করিল গমন।
কিন্তু রাজসুতা বিনা উচাটন মন॥
বাক্যালাপ কভু নাহি করে কারো সনে।
সুখ উপভোগে মন নাহি হয় ক্ষণে॥

ক্রমেতে হইল ক্ষীণ চারু কলেবর।
অতনু বিকারে তনু করে জর২ ॥
স্বেদকম্প অশ্রুপাত প্রলাপ হুতাশ।
উদ্বেগ আবেশ মনে সদত প্রকাশ ॥
কুমারের হেন ভাব করি দরশন।
দাসগণে নৃপ পদে করে নিবেদন ॥
অবধান কর ভুপ দাসের কথায়।
কুমার উন্মত্ত হৈল গিয়া মৃগয়ায় ॥
না জানি কি ভাব মনে হয়েছে উদয়।
একবারো কারোসহ কথা নাহি কয় ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল পাসরি।
থাকে ক্ষুণ্নমনে অন্নজল পরিহরি ॥
ভেবে২ কোমলাঙ্গ হইয়াছে ক্ষীণ।
লাবণ্য বিবর্ণ হয় দেখি দিন২ ॥
জিজ্ঞাসা করিলে কিছু না দেন উত্তর।
হতেছে রোগের বৃদ্ধি উত্তর২ ॥
শুনি রাজা কুমারে আনায়ে নিজপাশে।
জিজ্ঞাসেন মধুর কোমল প্রিয়ভাষে ॥
কি কারণে ক্ষুণ্নমনে আছ বাছাধন।
অকপটে মোরে সব করহ জ্ঞাপন ॥

কিসের অভাব তব আছে বল আর।
কি ভাব ভাবিয়া হলে এরূপ আকার ?॥
শুনিয়া কুমার কহে পিতার চরণে।
চীন-দেশে যেতে অভিলাষ মম মনে॥
শুনিয়াছি তথাকার রাজার নন্দিনী।
রূপে সৌদামিনী যেন ভুবন-মোহিনী॥
নৃপতি আপনি নাকি করেছে এ পণ।
যেজন তাহার প্রশ্ন করিবে পূরণ॥
স্বীয় কন্যাদান রাজা করিবে সে জনে।
না পারিলে নররায় বধিবে জীবনে॥
করিয়া সে পার্থিবের প্রশ্নের পূরণ।
সেই কন্যা লভিবারে করি আকুঞ্চন॥
করুন প্রসন্ন হয়ে, মোরে অনুমতি।
এই নিবেদন শ্রীচরণে নরপতি॥
রাজা বলে সে সঙ্কটে যাওয়াযুক্ত নয়।
যাহাতে সম্ভব আছে প্রাণের সংশয়॥
অতএব শুন পুত্র আমার বচন।
করিব তোমার জন্য উপায় এখন॥
পত্র এক লিখি পাঠাইব চীনেশ্বরে।
তার কন্যা তোমারে অর্পণ যেন করে॥

অবজ্ঞা করিলে লিপি দিব প্রতিফল।
সবংশে বধিব তারে লয়ে নিজ বল ॥
গৃহে বসে হবে তব অভীষ্ট সাধন।
কিহেতু সঙ্কটে বাছা করিবে গমন? ॥
নখে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় বাছাধন।
বল তবে খনিত্রে কি আছে প্রয়োজন ? ॥
আকন্দে পাইলে মধু পর্ব্বতে কে যায়।
ভ্রমণে কি ফল যদি গৃহে বসে পায় ॥
জীবন সঙ্কট যাতে হয় সম্ভাবিত।
সহসা গমনে তথা না হয় উচিত ॥
পিতার বচন শুনি কহিল কুমার।
করি গো মিনতি পিতা-চরণে তোমার ॥
বলিলেন যে সব সম্ভব মানি মনে।
কিন্তু গো বিগ্রহ যুক্ত নহে নৃপসনে
দিয়া স্বীয় বিদ্যার বিশেষ পরিচয়।
অবহেলে চীনাধিপে করিব বিজয় ॥
কিন্তু বলিলেন আছে সঙ্কট তাহায়।
সঙ্কট ব্যতীত মহানিধি কেবা পায় ॥
রত্নাকরে আছে রত্ন বিদিত সংসার
বিপদ বিহনে তাহা না হয় উদ্ধার ॥

ভুজঙ্গ মস্তকে মণি অমূল্য রতন।
সংশয় ব্যতীত কেবা করেছে গ্রহণ? ॥
মলয় পর্ব্বতে দেখ উরগ সঞ্চার।
বিনাদায় সে চন্দন লব্ধ হয় কার ? ॥
সুধায় গরল আছে করিয়া সন্দেহ।
বলে কি অমৃত সাধ না করিবে কেহ? ॥
পৃথিবীতে যেই স্থানে যত বস্তু আছে।
দেখিনু বিপদ সদা আছে তার কাছে ॥
সংশয়েতে আরোহণ না করিলে পরে।
বিনা দুঃখে সুখ লাভ নাহি হয় পরে॥
এতশুনি নরপতি অনুমতি দিল।
কুমার সগণ সহ চীনেতে চলিল॥
কিছুদিন পরে তথা উত্তরিল গিয়া।
পাইল পরমপ্রীতি নগর দেখিয়া॥
প্রসিদ্ধ নগরচীন চারু শোভাধরে।
স্থানে২ অট্টালিকা জন মন হরে॥
নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পুরিত বাজার।
বেসাতি করিছে লোক হাজার২॥
সুখধাম আরাম শোভিত নানাস্থানে।
দেবের প্রাসাদ শোভাকরে কোন খানে॥

পুষ্করিণী তড়াগ দীর্ঘীকা কতশত।
স্থানেং আছে তার শোভা কবকত॥
তরঙ্গিণী সমান রাজার গড়খাই।
প্রাকার পরীখা কত আছে ঠাঁইং॥
সিপাই লস্কর কত ফটকেতে খাড়া।
নহবত খানায় বাজিছে জয়কাড়া॥
নানাজাতি লোক তথা করে অধিবাস।
মনোসুখে তথা কাল হরে বারমাস॥
আরো তথা রাজসুত দেখিল চক্ষেতে।
নরমুণ্ড কতশত ঝুলে ফটকেতে॥
অনুচরগণ দেখে মনে পায় ভয়।
পরস্পর বলে হেথা থাকা যুক্ত নয়।
কুমারে নিষেধ করে "ফের যুবরায়।
ঠেকিবে বিষম দায় থাকিলে হেথায়॥
হেন ভয়ানক কাণ্ড করি দরশন।
এখানে থাকিয়া আর নাহি প্রয়োজন,,॥
সে কথায় রাজপুত্র নাহি দিল মন।
কিঞ্চিৎ না কৈল ভয় প্রাণের কারণ॥
মদন মাদকে যার টলিয়াছে মন।
সুহৃদের কথা সে কি করয়ে শ্রবণ॥

হিতাহিত বোধ তার কিছু নাহি থাকে।
আপনার দোষে পড়ে আপনি বিপাকে॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
বিপদী না শুনে কভু সুহৃদ কথায়॥
সাহসেতে করি ভর নৃপতি নন্দন।
চীন-রাজদ্বারে আসি দিল দরশন॥
নিরখিল ঘণ্টা এক ঝুলিছে দ্বারেতে।
স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই তাহার নীচেতে॥
"যে জন আসিবে কন্যা বিবাহ কারণ
সেইজন এই ঘণ্টা করিবে বাদন॥
শ্রবণে ঘণ্টার ধ্বনি আসি রাজচর।
তারে লয়ে যায় আশু রাজার গোচর"॥
দম্ভে রাজসুত সেই ঘণ্টা বাজাইল।
অনেক রাজার দাস শুনিয়া আইল॥
কিঙ্কর কুমারে হেরি কহিল তখন।
"হেথায় আইলে কেন মরণ কারণ?॥
যৌবন বয়স্ তব অতি সুকুমার।
বিষয়ের ভোগ যোগ্য সময় তোমার"॥
কুমার কহিল শুন রাজার কিঙ্কর।
শীঘ্র মোরে লয়েযাও রাজার গোচর॥

তব উপদেশ বাক্যে নাহি প্রয়োজন।
যা আছে অদৃষ্টে মম হইবে ঘটন॥
এরূপ কহিল যদি রাজার নন্দন।
কিঙ্কর নিরস্ত হৈল করিয়া শ্রবণ॥
সত্বর গমনে দাস রাজার সমাজে।
সঙ্গে করি লইয়া যাইল যুবরাজে॥
সভাসুদ্ধ নৃপতি নিরখি রূপ তার।
মনে২ প্রশংসা করিল বার২॥
নৃপতির অন্তরেতে দয়া উপজিল।
কুমারের পানে চাহি কহিতে লাগিল॥
শুন২ শুন ওহে রাজার কুমার।
এখানে আইলে কেন হইতে সংহার॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা মম আছয়ে বিদিত।
জানিয়া কিঞ্চিৎ মনে নাহি হও ভীত॥
নৃপসুত কহে, ভূপ! করি নিবেদন।
এক্ষণেতে উপদেশ নাহি প্রয়োজন॥
কিবা প্রশ্ন আপনার করুণ জ্ঞাপন।
করিব এক্ষণে আমি তাহার পূরণ॥
ভূপতি কহিল, "বল চিন্তাকরি মনে।
কি করিল গোলকন্যা সেনুয়ার সনে' ॥

শাস্ত্রছাড়া উক্তি শুনি নরেশনন্দন।
কহিল, "ভূপতি তব প্রশ্ন এ কেমন? ॥
কোন শাস্ত্রে কোনখানে এ প্রসঙ্গ নাই।
করিলে কল্পনা কিসে তোমারে সুধাই ॥
মনোগত কথা তুলি অনর্থ ঘটাও।
যত রাজপুত্রগণে বিপাকে মযাও ॥
পেতেছ কৌশল ফাঁদ মারিতে মানবে।
হেন অনিয়ম নাহি তোমারে সম্ভবে ॥
প্রেমিকে বধিতে তুমি কর অত্যাচার।
ঈশ্বর করিবে তব ইহার বিচার"।
নৃপতি উত্তর যদি না পাইল তার।
করিল ঘাতুকে আজ্ঞা করিতে সংহার ॥
তখনি জল্লাদ তার মস্তক কাটিল।
অন্যমুণ্ড সহ ফটকেতে ঝুলাইল ॥
কুমারের মৃত্যু দেখে তার দাসগণ।
প্রাণভয়ে সকলে করিল পলায়ন ॥
আসিয়া ভূপের কাছে সংবাদ কহিল।
" মহারাজ! তব পুত্র প্রাণেতে মরিল" ॥
সুতের মরণ বার্ত্তা শুনিয়া রাজন।
হাহাকার শব্দ করি হৈল অচেতন ॥

পুরবাসী সকলেতে করে হাহাকার।
শোকেতে সন্তপ্ত চিত্ত হৈল সবাকার॥
ভুপের দ্বিতীয় পুত্র আসি এ সময়।
কৃতাঞ্জলি হয়ে জনকের প্রতি কয়॥
প্রসন্ন হইয়া পিতা কর অনুমতি।
আমিও যাইব চীন-রাজার বসতি॥
বিচারে জিনিয়া তাঁর কন্যাকে আনিব।
অগ্রজের নিধনের প্রতিফল দিব॥
পুত্রবাক্য শুনি নরপতি নিষেধিল।
তথাচ অবোধপুত্র কিছু না শুনিল॥
সেও সেইরূপে তথা হইল নিধন।
ক্রমে ছয় রাজপুত্র ত্যজিল জীবন॥

ভূপতির কনিষ্ঠ কুমারের মহাচীনে গমন।

ভুপের কনিষ্ঠ সুত, সর্ব্বগুণে গুণযুত,
এল্‌মাহ রুবক্‌স নাম ধরে।
সুশীল সুজন অতি, দয়া ধর্ম্মে রতিমতি,
পিতৃপদে ভক্তি সদা করে॥

শুচিধীর শান্তমতি, বিদ্যায় পারগ অতি,
কুমতি কুরীতি চির অরি।
সাধুসহ সদালাপী, পরদুঃখে অনুতাপী,
ধর্ম্মে রত দিবস সর্ব্বরী ॥
বচন বৈদগ্ধ যত, রাজপুত্র জানে কত,
চতুর প্রচুর গুণালয়।
যুদ্ধে বীর, কার্য্যে ধীর, নিরমল যেন নীর,
সদাশয় সরল হৃদয় ॥
কমনীয় কান্তি তার, লাবণ্যের অকূপার,
কামিনী কদম্ব মনোহারী।
রদন মুকুতা পাতি, বদন শশাঙ্কভাতি,
মদন মোহন রূপ ধারী ॥
ভ্রাতৃগণ শোকে ক্ষুণ্ণ, বিষয়ে বাসনা শূন্য,
হয়ে সেই নৃপালনন্দন।
জনকের পদযুগে, বদ্ধকরি করযুগে,
সবিনয়ে করে নিবেদন ॥
অনুজ্ঞা করুন তাতঃ, মহাচীনে অচিরাৎ,
ইচ্ছামনে করিয়া গমন।
ভ্রাতৃগণ ঘাতিনীরে, সেই দুষ্টা রমণীরে,
প্রতিফল দিব আকুঞ্চন ॥

ভ্রাতৃগণ মরে যার, কি ফল জীবনে তার,
বিফল বাঁচিয়া এ জগতে।
যদ্যপি প্রাণেতে মরি, তাহাতে নাহিক ডরি,
নহে যাব তাঁরা যেই পথে ॥
শুনি, সুতের বচন কহে শোকেতে রাজন।
বাছা, এমন বাসনা কর মনেতে বর্জ্জন।
তুমি, পরাণ পুতলী মম নয়ন রঞ্জন।
বাছা, তোমারে দেখিয়া দেহে রেখেছি জীবন ॥
তিলে, না হেরিলে তোরে শাতযুগ হয় জ্ঞান।
হয়, পলকে প্রলয় মম অস্থির পরাণ ॥
তোর, সহোদর সকলেতে হয়েছে সংহার।
তারা, সব বিনে মম পুর হয়েছে আঁধার ॥
আর, রাজকার্য্যে এবে যাদু নাহি মম মন।
সুধু, তুমিরে হয়েছ সুখ সন্তোষ কারণ ॥
বাছা, এহেন বাসনা মনে না করিহ আর।
তুমি, গেলে তথা বংশলোপ হইবে আমার ॥
আর, এ হেন সুখের রাজ্য কে করিবে ভোগ।
তোর, অভাবে ঘটিবে মম কপালে দুর্য্যোগ।
সেযে, বিষম দারুণ ঠাঁই সংহারের স্থল।
কোন, সাহসে যাইতে তথা হতেছ সবল ॥

বাছা, এ হেন কুবুদ্ধি তোরে কে করিল দান।
দিতে, ভুজঙ্গের মুখে হাত কেবা দিল জ্ঞান॥
কেন, জেনে শুনে সবিশেষ হলিরে নির্ব্বোধ।
বুঝি, কুগ্রহ আসিয়া তোর বোধ কৈল রোধ॥
মনে, ভাবিআছ সর্ব্বনাশ করিবে আমার।
নহে, মহাচীনে যেতে কেন বাসনা তোমার॥
মোরে, এ বৃদ্ধবয়সে ফেলনারে পুত্রশোকে।
নাহি, আঁখি যুড়াবার মোর স্থান তিনলোকে
তোমা, বিহনে জননী তব তেজিবে জীবন।
শোকে, অকুল সাগরে ডুবিবেক পুরজন॥
কথা, রাখ তথা যেওনাকো করিরে নিষেধ।
তোর, বচন শুনিয়া মম হৃদি হয় ভেদ॥
এইরূপ সুতে ভূপ বহু বুঝাইল।
তথাপি কুমার তাহে নিবর্ত্ত নহিল॥
যাইবারে মহাচীন কৈমুচ বসতি।
অগত্যা তনুজে নৃপ দিল অনুমতি॥
পিতার নিদেশ পেয়ে অনুচর সনে।
জবন পবনবেগ হয় আরোহণে॥
কুমার কুমার তুল্য করিল গমন।
সত্বরে উত্তরি পুরী করে দরশন॥

মনোহর সে নগর সুচারু শোভন।
অপরূপ কত রূপ করে দরশন॥
কতশত অট্টালিকা বন উপবন।
তড়াগ দীর্ঘীকা কূপ নদী প্রস্রবণ॥
চারিদিকে গড় তার প্রসর বিস্তার।
হাজার২ কত শোভিছে বাজার॥
নগরের চারিদিকে চারিটা ফটক।
কেবা না বাখানে হেরে তাহার চটক॥
রাজার প্রহরী সব বেশ ভয়ঙ্কর।
দাড়ি-গোঁপ-ধারি যেন যমের কিঙ্কর॥
সকলে সতর্ক রাজনিদেশানুসারে।
সশস্ত্র পাহারা দেয় থাকি রাজদ্বারে॥
ফটকের উপরে দেখিল যুবরায়।
কতশত মানবের মুণ্ড ঝুলে তায়॥
আপন সহজগণ শিরঃ দরশনে।
কুমার সজল নেত্রে ভাসিল রোদনে॥
ভ্রাতাদের গুণ সব করিয়া স্মরণ।
শোকে সন্তাপিত চিত্ত হইল তখন॥
তথাচ অন্তরে ভয় কিছু না জন্মিল।
তথা হতে দাসগণে বিদায় করিল॥

মনোমধ্যে করি সেই কামিনী চিন্তন।
একাকী নগর মাজে করেন ভ্রমণ॥
দেহকান নামে নাগরিক একজন।
সরলহৃদয় শান্ত ইষ্টে নিষ্ঠমন॥
কায়মনে ঈশ্বরের উপসনা করে।
আজন্ম সে জন নাহি অধর্ম্ম আচরে॥
তাহার নিবাস-পথে করিতে গমন।
ভূপজে রমণী তার করিল দর্শন॥
ভুবন-মোহন রূপ নয়ন-রঞ্জন।
নিকটে ডাকিয়া রামা জিজ্ঞাসে তখন॥
"কাহার বাছনী বাছা নিছনিয়া মরি।
কি দ্বেষে বিদেশে একা দেশ পরিহরি॥
স্বদেশী না হবে তুমি দেখি যে বিদেশী।
না জানি কি ভাবে ভ্রম হয়ে গুপ্তবেশী॥
আকার প্রকারে দেখি সামান্য না হবে।
আমার মাথার কিরে সত্যকথা কবে॥
কি জাতি, কোথায় ধাম, কিবা নাম ধর।
পরিচয় দেহ তুমি কার বংশধর?"॥
প্রবীণার হেন বাক্য শুনি সমুদয়।
অকপটে কুমার দিলেন পরিচয়॥

আরো কহিলেন, "মাতা! মম এই আশা।
পাইলে উত্তম স্থান তথা করি বাসা॥
মাতৃসমা তুমি গো সম্বন্ধে গৌরবিনী।
সুচরিতা সাধুশীলা স্বধর্ম্ম-পালিনী॥
যদি অনুকূলা হয়ে বাসে স্থান দেহ।
তোমার সংসর্গে করি পবিত্র এ দেহ" ॥
বর্ষীয়সী বলে বাছা চিন্তা কিবা তার।
আমি দিব বাসা এস আলয়ে আমার॥
শুনিয়া মহীন্দ্র-সুত সন্তুষ্ট হইল।
তাহার নিবাসে গিয়া আশ্রয় লইল॥
যবে যাহে ভূপজের হয় প্রয়োজন।
আনিয়া প্রবীণা তাহা যোগায় তখন॥
পুত্রসম ভাবে তারে বাৎসল্যের গুণে।
কুমার করিল বশ ভক্তিরূপ গুণে॥
কিছুদিন থাকি তথা রাজার কুমার॥
কামিনীর চিন্তা মনে করে অনিবার॥
ভাবে মনে কেমনে জিনিবে সে বামায়।
হইবে অভীষ্ট সিদ্ধি করি কি উপায়॥
ভূপের দারুণ প্রশ্ন পূরিবে কেমনে।
ইহার সন্ধান বলি দিবে কোন জনে॥

এইরূপ একদিন ভাবিতে২।
বেরোলো নরেন্দ্রসুত নগর দেখিতে॥
দৈবাধীন নানাস্থান ভ্রমিতে২।
নৃপতির উপবন পাইল দেখিতে॥
অনুপম সে আরাম বিরামের স্থান।
যোগীন্দ্র-জনের করে সন্তোষিত প্রাণ॥
নিরখিতে উদ্যানের শোভা সমুদায়।
রাজার কুমার আশু প্রবেশিল তায়॥
দেখে তরুগণ ফলেফুলে সুশোভন।
শাখাপরে সুধাস্বরে ডাকে দ্বিজগণ॥
কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত সরোবরে।
হেলে দোলে দল সহ সমীরণ ভরে॥
সুখে অলিকুল সব করে গুঞ্জরব।
কোকিল কোকিল-বধূ ডাকিতেছে সব॥
মন্দ২ বহিতেছে মলয়া সমীর।
পরশনে পুলকিত করিছে শরীর॥
বসন্ত সামন্ত সহ করিছে বিহার।
কুসুম-আয়ুধ করে ভ্রমিতেছে মার॥
মধুসখা প্রিয়সখা সংযোগীর অতি।
দারুণ বিয়োগী পক্ষে কিন্তু রতিপতি।

সেই উপবনে এক পুরী সুশোভিত।
সুচারু কবাট তার স্ফটিকে নির্ম্মিত ॥
বিচিত্র সুচিত্র কত চিত্র চিত্তহরা।
তাহার সুচারু রূপে সুশোভিত ধরা ॥
ঝুলিছে ঝালর কত জড়য়া জড়িত।
যাহার বিভাস হেরি চপলা তড়িৎ ॥
মখমল সাটিনে মণ্ডিত কাষ্ঠাসন।
মুকুতা মণ্ডিত কত মণি অগণন ॥
ইন্দ্রপুরী তুচ্ছকরি পুরীর বাখান।
নয়নেতে নিরখিলে যুড়ায় পরাণ ॥
মেহের-অঙ্গেজ কন্যা সহচরী সনে।
সেই পুরে করে বাস পুলকিত মনে ॥
নৃপজ সরসী তটে বিচিত্র সোপানে।
বসিয়া আছেন সেই কামিনীর ধ্যানে ॥
হেনকালে আলী এক আনিতে জীবন।
কলসী করিয়া কক্ষে দিল দরশন ॥
অটলকুমার তুল্য কুমারে হেরিয়া।
অমনি রহিল ধনী মোহিত হইয়া ॥
অলসে অবশ তনু অতনু সঞ্চারে।
হিয়া দুরং ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥

কদম্ব কুসুম তুল্য হৈল কলেবর।
অনিমিষ নয়ন মদনে জ্বর২ ॥
তথাচ লজ্জায় ধনী কিছু না কহিল।
কষ্টসৃষ্টে লয়ে জল ভবনে আইল॥
রাজার-নন্দিনী কহে বন্দিনীর প্রতি।
কেন লো বিমনা তোরে হেরি রসবতী॥
হাসিমুখে এই গেলি আনিতে জীবন।
এবে অন্য ভাব কেন করি দরশন॥
সহচরী কহে, শুন রাজার কুমারী।
যে রূপে এরূপ মম কহিতে না পারি॥
সরোবর কুলে এক পুরুষ রতন।
নিরখিয়া মম মন হল উচাটন॥
ভুবনমোহন রূপ ধরে সেইজন।
কটাক্ষে নারীর মন করয়ে হরণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হইবে অপ্‌সর।
এরূপ নরেতে নাহি জগত ভিতর॥
হেরিয়া হরিল মন স্থির হতে নারি।
কেমনে ধৈরজধরি সহজেতে নারী॥
যে হেরিনু রূপ তার কোথা থাকে মার।
পুরুষের হরে মন নারী কোন্ ছার॥

রূপ শুনি রাজসুতা, অন্য সখী প্রতি।
কুমারে হেরিতে আশু করে অনুমতি॥
সেও গিয়া রূপে তার মোহিত হইয়া।
আপনার স্মরদশা কহিল আসিয়া॥
স্বচক্ষে হেরিতে সেই রাজার কুমার।
চঞ্চল হইল মন ভূপেন্দ্র-বালার॥
সহচরীগণ সঙ্গে রঙ্গে বামা যায়।
দূরে হতে রাজসুতে দেখিবারে পায়॥
মোহিত হইল মন সে রূপ দর্শনে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ধনী পড়ে ধরাসনে॥
ধরাহতে ধরাধরি করি সখীগণ।
ভূধর বালায় তুলে করিয়া যতন॥
কেহবা জীবন করে বদনে সিঞ্চন।
কেহবা অঞ্চল ধরি করিছে ব্যজন॥
ক্ষণপরে রাজসুতা চেতন পাইল।
সহচরীগণ সহ ভবনে আইল॥
ইঙ্গিতে আলিরে ধনী কহিল তখন।
সেই মনোচোরে আন আমার সদন?।
আজ্ঞাপেয়ে গেলধেয়ে এক সহচরী।
কুমারের প্রতি কয় অনুনয় করি॥

এস ওহে রসরাজ! সঙ্গেতে আমার।
তোমারে হেরিতে ইচ্ছা ভূপেন্দ্র-বালার।
পড়িয়াছে রাজবালা তব রূপ ফাঁসে।
মনোরথ কর পূর্ণ আসি তাঁর বাসে॥
এই বলি কুমারের করেতে ধরিল।
লয়ে তারে ভবনের ভিতরে আইল॥
নৃপজা নৃপজে দেখি করে অনুনয়।
কে আপনি মহাশয় দেহ পরিচয়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা মানব হইবে।
আমার মাথার কিরে স্বরূপ কহিবে॥
কাল পেয়ে কুমার কহিল, "সুলোচনে'।
প্রেমব্রতে ব্রতী আমি ভ্রামক ভুবনে॥
তোমার লাবণ্য ফাঁদে পড়িয়া এখন।
মানস হরিণ মম পেয়েছে বন্ধন॥
পলাইতে করি সাধ বাধা দেয় রূপে।
এত-যত্ন করি নাহি পারি কোনরূপে॥
মৃগয়ু রমণী তুল্য তুমি বরাননে।
পেয়ে নিঃসহায় মোরে কন্দর্প কাননে॥
বাঁধিয়া মানস মৃগে লাবণ্যের ডোরে।
জরং করিতেছ কটাক্ষের শরে॥

পড়িয়া বন্ধনে মম মানস এখন।
বিশ্বময় বিপর্য্যয় করে দরশন॥
দিবসে রজনী জ্ঞান নিশিতে দিবস।
আবেশে অবশ হল ভাবেতে বিবশ॥
স্থলে জল ভ্রমোদয় জলে স্থলজ্ঞান।
ডাঙ্গায় ডুবিল তরী ভাসিছে পাষাণ॥
শিবারবে আগে ভাগে বাঘে পেয়ে ডর।
ইন্দুরের ভয়ে বনে পলায় কুঞ্জর॥
জলেতে শকট চলে স্থলেতে তরণী।
প্রমোদয়ে ভ্রমোদয় ও বিধুবদনি!॥
নাগরী নাগর ভাব বুঝিতে নারিল।
কথার কৌশলে তার অবাক্ হইল॥
স্বীয় সহচরীগণে কহিল তখন।
যতন করিয়া এরে করহ পালন॥
ভালবাসা দিয়া ভালবাসা জানাইবে।
যখন চাহিবে যাহা তখন তা দিবে॥
নিরন্তর কাছে রবে কবে প্রিয়ভাষা।
মম মনো আশা যেন না হয় নিরাশা॥
আজ্ঞাপেয়ে আলিগণ আনন্দিত মনে।
কুমারে লইয়া রাখে সুরম্য ভবনে॥

সর্ব্বদা যোগায় মন যতনের সহ।
যুবরাজ সমীপেতে থাকে অহরহ॥
ভুলিল সবার মন কুমারের রূপে।
লাজ পরিহরি পড়ে অনঙ্গের কূপে॥
চুপে২ কত আর রাখে মনোকথা।
অন্তরে গুমুরে মরে মর্ম্মে পায় ব্যথা॥
তবু রাজকন্যার ভয়েতে দাসীগণে।
অন্তরের ভাব সব রাখিল গোপনে॥

কুমার চিন্তিত মনে, আইলাম যে কারণে,
তদোদ্দেশ হল না কিঞ্চিৎ।
বৃথা বন্দি হইলাম, পরিণাম ভুলিলাম,
আশয়েতে হলেম বঞ্চিত॥
কে আছে সুহৃদ মম, করিবেক উপশম,
আমার এ চিন্তা ব্যাধি হতে।
প্রভেদ কে কবে তার, বার্ত্তা পাব সেনুয়ার
অনুকূল কে হবে জগতে॥
একরূপ চিন্তিয়া ক্ষণে, কুমার ঠাহরে মনে,
এই যুক্তি এখন উচিত।
প্রথমে যে রসবতী, সম্ভাষিল মম প্রতি,
জিজ্ঞাসিব তাহারে বিহিত॥

বিরলে পাইলে তায়, জানাইব সমুদায়,
শুনি দয়া উপজিবে তার।
সে ধনী কহিবে ভেদ, ঘুচিবে মনের খেদ,
তবে হবে আশার সুসার॥
দেলারাম নামে নারী, কুমারীর সহচরী,
কুমারের প্রতি মুগ্ধ মন।
সদা এই ভাবে ধনী, কিসে সেই গুণমণি,
সঙ্গে তার হইবে মিলন॥
এক দিন বিরলেতে, রাজসুত সমীপেতে,
আসিয়া কহিল মধুস্বরে।
" তবাধীনী এ রমণী, শুন ওহে গুণমণি,
কথারাখ বলি যোড়করে॥
যদবধি ও বদন, করিয়াছি দরশন,
অতনুর শরে তনু দহে।
অন্তরে গুমুরে মরি, প্রকাশিতে লোকে ডরি,
আর প্রাণে জ্বালা নাহি সহে॥
কহিতে লজ্জিত মুখ, না কহিলে ফাটে বুক,
দুইদিকে হইল সঙ্কট।
ইহার বিহিত যাহা, আশু তুমি কর তাহা,
কি কহিব তোমার নিকট॥

আরো এক নিবেদন, শুন ওহে রূপধন,
অকপটে কহিবে আমায়।
কোথায় নিবাস ধাম, কি জাতি কি ধর নাম,
কিকারণ উদয় হেথায়?॥
কি কারণ গুণমণি, পুরুষের শিরোমণি,
তোমারে পাগল বলে সবে।
আমার মাথার কিরে কৃপা করি অধীনারে,
সবিশেষ সত্যকথা কবে॥
আকার প্রকারে তব, করি এই অনুভব,
না হবে সামান্য কোন নর।
করি এই অনুভাব, ছলেতে পাগল ভাব'
কিন্তু নারী কৈতে পাই ডর॥

দেলারাম সখীর নিকট কুমারের মনোগত
ভাব প্রকাশ।

কালপেয়ে কুমার ভাবিছে মনে মনে।
মম প্রমাধীনী ধনী হয়েছে এক্ষণে॥
সুধাইলে বিধুমুখী অন্যথা না কবে।
অনুভাবে বুঝি মম কার্য্য সিদ্ধি হবে॥

অতএব বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া।
করিব উপায় পরে বিশেষ জানিয়া।।
এতেক চিন্তিয়া মনে রাজার-নন্দন।
মোহিনীর প্রতি কহে মধুর বচন।।
যা ভেবেছ বরাননে! মিথ্যা কিছু নয়।
এখন তোমারে দিই নিজ পরিচয়।।
তর্কস্থান বাসী আমি রাজার-নন্দন।
যেজন্য এখানে তার শুন বিবরণ।।
তব ঠাকুরাণী ধন্যা মান্যা ত্রিভুবনে।
রূপে রূপবতী অতি জানে জগজনে।।
রূপের সুখ্যাতি তার শুনিয়া শ্রবণে।
এসে কত রাজপুত্র বিবাহ কারণে।।
স্বদেশ তেজিয়া সবে বিদেশে আসিয়া।
জীবন হারায় প্রশ্নে উত্তর না দিয়া।।
কি জানি কি রাজবালা করেন জিজ্ঞাসা।
না পারিলে তাহাদের হন প্রাণনাশা।।
ইহার বিশেষ যদি জান বিনোদিনি।
বিশেষ করিয়া মোরে কহ সে কাহিনী।।
দেলারাম বলে সুধাইলে যেই বাণী।
ইহার বিশেষ মোরা কিছু নাহি জানি।।

[৬]

অবলা সরলা মোরা নাহি জানি ছলা।
সর্ব্বদা স্বকাজে থাকি হইয়া অখলা॥
এইমাত্র জনরবে করেছি শ্রবণ।
তাহার বিশেষ শুন রাজার-নন্দন॥
আসি এক নিশাচর ওকাফ হইতে।
এইস্থানে করে বাস আশ পুরাইতে॥
রাজকন্যা প্রতিদিন বসেন যথায়।
সিংহাসন পাতা এক রয়েছে তথায়॥
তারনীচে গর্ত্ত এক অতি ভয়ঙ্কর।
সেই গহ্বরেতে তথা থাকে নিশাচর॥
অন্য আর কেহ নাহি জানে সে সন্ধান।
মোরা নাহি জানি অন্যজনে কোথা পান॥
এইমাত্র জানি রাক্ষসের সমাচার।
অধিক তোমারে কিবা করিব প্রচার॥
তোমার উচিত হয় যাইয়া তথায়।
সন্ধান লইয়া তার আইস হেথায়॥
তবে তব মনোরথ সুসিদ্ধি হইবে।
পেয়ে মনোমত ধন সুখেতে বঞ্চিবে॥
যদি তথা যাইতে না পার রসরাজ।
তবে যাহা বলি আমি কর সেইকাজ॥

যদি অনুমতি মোরে করহ এখন।
পারি আমি নৃপজায় করিতে নিধন ॥
সুরাসহ বিষপান করাইব তারে।
গোপনে সাধিব কাজ কে জানিতেরে। ।
কামিনী কহিল যদি এরূপ বচন।
কাণে হাত দিল শুনি রাজার-নন্দন ॥
দেলারাম প্রতি কহে, ওহে সুলোচনে! ।
কেমনে এমন কথা আনিলে বদনে? ॥
কপটে করিলে নাশ হবে সর্ব্বনাশ।
চরমে মরণে হবে নরকেতে বাস ॥
মরমেতে পাবে ব্যথা ধরমের হানি।
সর্ব্বদা লোকেতে কবে অপযশঃ বাণী ॥
অতএব হেন আশা না করিহ আর।
এ দুরাশা মন হতে কর পরিহার ॥
অতঃপর বিনোদিনি বলি সারোদ্ধার।
দেখিব ওকাফ দেশ বাসনা আমার ॥
যদবধি তথা নহে গমন আমার।
তাবৎ এখানে না করিব পানাহার ॥
যাইয়া ওকাফে এই বৃত্তান্ত জানিয়া।
প্রশ্নের উত্তর দিব ত্বরায় আসিয়া ॥

একথা প্রকাশ কারে করোনা কখন।
অচিরে তোমার আশা করিব পূরণ ॥
হাস্যমুখে হেমাঙ্গি হেরিয়া এইজনে।
করহ বিদায় শীঘ্র প্রসন্নবদনে ॥
একান্ত জানিবে প্রমাধীন এইজন।
দেহ মাত্র আমি তুমি আমার জীবন ॥
কি করি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মনে২।
এই হেতু যাব আমি সন্ধান কারণে ॥
অন্যথা না হবে ধনি! আমার বচন।
তোমারে প্রণয় ধন করিব বরণ ॥
যেমন করিলে তুষ্ট দিয়া সমাচার।
বেঁচে যদি থাকি ধার শুধিব তোমার ॥
এরূপ প্রবোধি তারে সান্ত্বনা বচনে।
কুমার করিল যাত্রা ওকাফ গমনে ॥

রাজপুত্রের পথীমধ্যে বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ
ও লতিফাবানু-পরীর উদ্যান দর্শন।

মনোহর অশ্ববর করি আরোহণ।
কুমার কুমার-তুল্য করিল গমন ॥

নাহি মানে বাধা মনে গমনে মানস।
নাহি ভয় নির্ভয় সদন্ত অনলস॥
গহন কানন মাঝে প্রবেশিয়া রায়।
অবিশ্রান্ত করে গতি হয়ে নিঃসহায়॥
নাহি জানে কিছু মাত্র পথের সন্ধান।
তথাচ চলিছে করি পরমেশে ধ্যান॥
সুনিবিড় বনস্থল নিৰ্জ্জন গহন।
নাহি তথা মানবের পদ সঞ্চালন॥
ভয়ানক বনজন্তু করিছে ভ্রমণ।
তরুপুঞ্জে ঢাকিয়াছে রবির-কিরণ॥
যাইয়া কতক দুর নাবি অশ্বহতে।
পদব্রজে কুমার চলিল বনপথে॥
আতপ সন্তাপে অতি ক্লান্ত কলেবর।
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ বিকল অন্তর॥
ঘোড়ার লাগাম করে চলে ধিরেং।
সাহসে করিয়া ভর পিছে নাহি ফিরে॥
কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়।
পড়ে দায় নিরুপায় ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
হেনকালে সম্মুখেতে করে দরশন।
যষ্টি করে আসিতেছে বৃদ্ধ একজন॥

কাছে গিয়া সমাদরে প্রণাম করিয়া।
পথের সন্ধান তারে জিজ্ঞাসিল গিয়া॥
মহাজন? নিবেদন করি তবপদে।
লইনু শরণ তব পড়িয়া বিপদে॥
কোন পথে যাব আমি ওকাফ নগরে।
জানেন সন্ধান যদি বলুন কিঙ্করে,,॥
বৃদ্ধ বলে “হেন আশা করহ বর্জ্জন।
এ নব বয়সে কেন তেজিবে জীবন?॥
সে বড় দারুণ ঠাঁই ভয়ানক অতি।
তথা কোন মানবের নাহিক বসতি॥
স্থানেং নিশাচর করে অধিবাস।
দেখিলে মানবে তারা করয়ে বিনাশ॥
কেমনে সে পথে তুমি করিবে গমন।
যাইলে তথায় বাপু হারাবে জীবন॥
কথা রাখ ফিরে যাও আপনার দেশে।
বিপাকে পরাণ কেন হারাইবে শেষে?॥
তথায় যাইয়া তব কিবা প্রয়োজন।
মনে বুঝি দেখ বাপু প্রাণ বড় ধন॥
একান্ত যদ্যপি তথা করিবে গমন।
মনে না ভাবিহ ফিরে আসিবে ভবন,,॥

নৃপতি-নন্দন কহে, "শুন মহাশয়।
প্রতিজ্ঞা আমার তথা যাইব নিশ্চয়॥
যায় যাবে জীবন তাহাতে নাহি খেদ।
কোন পথে যাব মোরে বলে দিন ভেদ॥
বৃদ্ধ বলে, একান্ত যাইতে যদি মত।
ওকাফ নগর যেতে আছে দুই পথ॥
দক্ষিণ বামেতে তার আছে দুই বর্ম্ম।
শুন শুন সবিশেষ বলি তার তত্ত্ব॥
দক্ষিণের পথে তুমি কদাচ না যাবে।
নিশ্চয় সে পথে গেলে জীবন হারাবে॥
বাম পথ লক্ষ্য করি করিবে গমন।
এক দিবা এক রাত্র করিবে ভ্রমণ॥
সম্মুখে মন্দির এক পাইবে দেখিতে।
সত্বরে যাইবে তুমি তার ভিতরেতে॥
তার মাঝে আছে এক রত্ন সিংহাসন।
পথের সন্ধান তাহে আছয়ে লিখন॥
বৃদ্ধের ভারতী শুনি ভূপতিনন্দন।
প্রণাম করিয়া তারে করিল গমন॥
এক রাত্র এক দিন ভ্রমণ করিয়া।
সেই মন্দিরের মাঝে প্রবেশিল গিয়া॥

সিংহাসনে স্বর্ণাক্ষরে আছে যে লিখন।
মনোযোগী হয়ে তাহা করিল পঠন ॥
" দুই পথ আছে যেতে ওকাফ নগর।
বামে আর দক্ষিণে বিদিত চরাচর ॥
যে জন অদৃষ্ট দোষে দক্ষিণে যাইবে।
অমর হলেও সেহ নিশ্চয় মরিবে ॥
যদ্যপি বামের পথে করে সে গমন।
কোন ক্রমে পায় সেই নগর দর্শন,, ॥
পথের সন্ধান পেয়ে রাজার-তনয়।
ঈশ্বর স্মরণ করি চালাইল হয় ॥
যাইয়া কতক দূরে করিল দর্শন।
অনুপম মনোরম এক উপবন ॥
ফটিকের ফটকে আটক দুই দ্বার।
চটক দেখিয়া তার মানে চমৎকার ॥
দীর্ঘকায় রক্ষ এক ভীষণ দর্শন।
ফটকের দ্বারে আছে করিয়া শয়ন ॥
নিদ্রায় বিহ্বল হয়ে আছে অচেতন।
বহিতেছে খরতর নিশ্বাস পবন ॥
শঙ্কাকুল কুমার ক্রব্যাদ্ দরশনে।
তথাচ সাহসে প্রবেশিল উপবনে।।

মনোরম সে আরাম অপূর্ব্ব মাধুরী
ইন্দ্রের নন্দন কিবা রাবণের পুরী ॥
ফলে ফুলে সুশোভিত মহীরুহ যত।
সরোবরে শতদল শোভা করে কত ॥
শাখীপরে পাখী সব ডাকে সুধাস্বরে।
ভ্রমিতেছে ফুলশর ফুলশর করে ॥
কোকিল কোকিল-বধূ ডাকে পঞ্চস্বরে।
মধুপ্রিয়-মধুকর সরোজে গুঞ্জরে ॥
তার মাজে পুরী এক পরম সুন্দর।
দরশনে পুলকিত হৃদয় কন্দর ॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ কত করিছে ভ্রমণ।
সে সবার অঙ্গে অলঙ্কার সুশোভন ॥
নৃপতি-নন্দনে হেরি নিরানন্দ মনে ॥
কুরঙ্গ সকলে বাধা দিল সেইক্ষণে ॥
তাদের ইঙ্গিত কিছু বুঝিতে নারিল।
কুমার প্রফুল্ল মনে ভ্রমিতে লাগিল ॥

লতিকাবানু-পরীর-নিলয়ে কুমারের অবস্থান ও পরী-কর্ত্তৃক মৃগদেহ-প্রাপ্তি।

সে উদ্যান মাঝে এক সিংহাসনোপরি
সহচরী সহ এক বসেছিল পরী॥
অপ্সরী কিন্নরী হতে রূপসী সে ধনী।
অকলঙ্ক মুখশশী রমণীর-মণ॥
কুমারের চারুমূর্ত্তি করি দরশন।
হৃদয়-সদনে তার উদয় মদন॥
ধৈরজ ধরিতে নারে ধোরে সখীকর।
বলে, সখি জেনে আয় কে ঐ নাগর॥
লাবণ্য-সাগরে ওর ডুবিল অন্তর।
পাসরিতে নারি নারী রূপ মনোহর॥
শুনি সহচরী ধায় নৃপজ-সদনে।
বিনয়-বচনে কয় প্রফুল্ল-বদনে॥
শুন হে নাগরমণি! করি নিবেদন।
তব রূপে ঠাকুরাণী মজেছে এখন॥
মনোহর মূর্ত্তি তব নিরখি নয়নে।
বরিতে বাসনা বালা করিয়াছে মনে।

এতবলি সহচরী ধরি তার করে।
ত্বরায় লইয়া গেল পরীর গোচরে ॥
নিকটে পাইয়া পরী লয় পরিচয়।
"কে তুমি কেমনে হেথা এলে গুণালয় ॥
বিহঙ্গ আসিতে নারে আমার ভবনে।
মানব হইয়া তুমি আইলে কেমনে ॥
অনুমান করি তুমি মনুষ্য না হবে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা সত্য কথা কবে ॥
আপনার স্বকপোল বচনে ছলিয়া।
প্রতারণা করোনাকো অবলা বলিয়া ॥
কুমার কহিল, "শুন শুনহ সুন্দরি ?।
কহিতে অনৃত কথা পরলোকে ডরি ॥
আমার দুঃখের কথা কহিব কি আর।
কহিতে সে কথা হয় হৃদয় বিদার"।
তর্কস্থান বাসী আমি রাজারনন্দন।
বিধাতা বিমুখ মোরে কি কব এখন ॥
মেহের-অঙ্গেজ নামে চীনেশ-নন্দিনী।
শুনেছি সে রূপে নাকি ভুবনমোহিনী ॥
বিবাহ করিতে তারে করিয়া মনন।
গিয়া কত রাজপুত্র ত্যেজিল জীবন ॥

প্রশ্ন এক করে রামা সবার সাক্ষাৎ।
উত্তর না দিলে প্রাণ বধে অচিরাৎ॥
আমার অগ্রজ ছয় গিয়া তার কাছে।
প্রশ্ন না পুরিতে পারি কেহ নাহি বাঁচে॥
সে ধনীর এই প্রশ্ন, শুন বরাননে!।
" কি করিল গোল কন্যা সেনুয়ার সনে,, ॥
এ কারণ যাব আমি ওকাফ-নগর।
সন্ধান জানিয়া তার আসিব সত্বর॥
যাইতে ওকাফে কোন্ পথ জানি নাই।
এ পথে আসিতে এই উপবন পাই॥
এইমাত্র জানিবে আমার পরিচয়।
অবিকল তোমারে কহিনু সমুদয়,, ॥
পরী বলে " রসময়! বলি হে তোমায়।
ঠেকিবে বিষম দায় যাইলে তথায়॥
পথে নানাবিধ জন্তু ভয়ানক অতি।
সর্ব্বদা করয়ে হিংসা মানবের প্রতি॥
মনুষ্যের বাসস্থান নাহি কোন ঠাঁই।
নিশাচর ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই॥
মানব রুধিরে তারা করয়ে তর্পণ।
পাইলে নরের মাংস করয়ে ভক্ষণ॥

একারণ গুণনিধি ত্যজ হেন আশা।
অধীনীর নিকেতনে সুখে কর বাসা॥
একামাত্র থাকি আমি সহচরী সনে।
অন্য পরিজন কেহ নাহি উপবনে॥
এ স্থানে প্রভুত্ব মম আছে অধিকার।
সকলে খাটয়ে সদা আজ্ঞাতে আমার॥
অনূঢ়া জানিবে মোরে বিবাহ না করি।
সহচরী সহ বঞ্চি দিবস সর্ব্বরী॥
আমার যৌবন রাজ্যে পেয়ে অধিকার।
সুখে এইস্থানে তুমি করহ বিহার॥
এ হেন সুখের কাল বিফল করোনা।
যাইতে ওকাফ-দেশে ত্যজহ বাসনা॥
হয়ে তব পদে দাসী সেবিব চরণ।
যত্নে যোগাইব যবে যাহে যাবে মন॥
নাহি পাবে কোন দুঃখ সুখেতে থাকিবে।
মম সহচরীগণ সদত সেবিবে॥
এত বলি সমাদরে লইয়া কুমারে।
আনন্দে আইল পরী আপন আগারে॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য করি আয়োজন।
কুমারের তরে দিল করিতে ভোজন॥

বিবিধ সৌগন্ধী দ্রব্য নানা উপহার।
ফলমূল কন্দ আদি অতি চমৎকার ॥
কুমারে করিতে বশ কুমারী তখন।
সুরাসহ ঔষধি মিসায়ে সেইক্ষণ।
পানপাত্র পূর্ণকরি প্রিয়পাত্রে দিল ॥
চতুর-কুমার তাহা পান না করিল ॥
অন্য ব্যপদেশে দিল রুমালেতে ফেলে।
অন্যদিকে চায় কেবা প্রিয়জন পেলে ॥
এইরূপ তিন দিন হয় অবসান।
চতুরা চার্ব্বঙ্গী কিছু না পায় সন্ধান ॥
কুমার উৎকণ্ঠা যেতে ওকাফ নগরে।
সুমধুর বাক্যে কহে পরীর গোচরে ॥
রসবতি' অনুমতি কর মমপ্রতি।
ওকাফ নগরে যাত্রা করিব সম্প্রতি ॥
যাবৎ যাইয়া তথা জানি সমুদয়।
মেহের-অঙ্গেজে নাহি করি পরাজয় ॥
তাবৎ আমার মনে নাহি সুখলেশ।
কহিলাম মনোকথা করিয়া বিশেষ ॥
ভুলেছে পরীর মন কুমারের রূপে।
ভুলিতে অন্তরে নাহি পারে কোনরূপে ॥

কেমনে রাখিবে তারে এই যুক্তি করে।
বিনয় বচনে কহে সুমধুরস্বরে॥
নিতান্ত যদ্যপি তথা করিবে গমন।
দিব হে ঔষধি এক করিতে ভোজন॥
সেবন করিলে তাহা কি কহিব আর
ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু মাত্র হবেনা তোমার॥
দেহে হবে বলাধান আয়াস না পাবে।
অনায়াসে গহন বিপিন মাঝে যাবে॥
এতবলি জড়ি এক তুলিয়া আনিল।
শিলে বাটি নৃপাত্মজে ভক্ষিবারে দিল॥
হিত ভাবি নৃপসুত করিল ভোজন।
কিন্তু তাহে বিপরীত হইল ঘটন॥
কি কব জড়ির গুণ অতি চমৎকার।
খাবামাত্র নৃপসুত ধরে মৃগাকার॥
অমনি রমণী গলে শৃঙ্খল বাঁধিল।
অন্য মৃগগণ মধ্যে লইয়া রাখিল॥
হল বটে ভুপসুত মৃগের আকার।
কিন্তু হৃদে বোধ শক্তি রহিল তাহার
কি করিবে নিরুপায় হইয়া তখন।
বিপদে পড়িয়া করে বিভুর স্মরণ॥

সজল নলিন নেত্র মলিন বদন।
চিত্র পুত্তলির প্রায় রহিত স্পন্দন॥
না করে আহার পান অস্থির পরাণ।
পলাবার পথ শুদ্ধ করয়ে সন্ধান॥
যে মুখে খাইত উপাদেয় মণ্ডা লুচি।
তৃণ পত্র সে মুখে কেমনে হবে রুচি॥
ইতস্ততঃ চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
পলাবার পথ কিছু দেখিতে না পায়॥
চৌদিকে প্রাচীর উচ্চ প্রস্তরে গঠন।
ক্ষীণকায় কেমনেতে করিবে লঙ্ঘন॥
দৈবে একদিন তথা ভ্রমিতে২।
ভগ্নস্থান প্রাচীরের দেখে আচম্বিতে॥
লম্ফ দিয়া কুমার করিল পলায়ন।
মনে ভাবে এড়াইনু সঙ্কট এখন॥
সারাদিবা দ্রুত বেগে ভ্রমণ করিল।
ফিরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ উদ্যানে আইল॥
এমনি কুতন্ত্র পরী করেছে প্রকট।
কার সাধ্য এড়ায় সে দায় বিসঙ্কট॥
ক্রমে২ সপ্তবার প্রাচীর লঙ্ঘিল।
পুনর্ব্বার সে আরাম মধ্যেতে আইল॥

নিরাশা হইয়া শেষে ত্যজিতে জীবনে।
ঝাঁপদিল উদ্যানের সরসী-জীবনে॥
সেইকালে ঈশ্বর হলেন সানুকূল।
অকূলেতে কুমার পাইল ক্রমে কূল॥
নিমগ্ন হইয়া জলে মস্তক তুলিতে।
আরেক উদ্যান চক্ষে পাইল দেখিতে॥
অতিশয় সুশোভন তরুগণ তায়।
নানাবিধ বনচর ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
ব্যোমচর শাখাপর সুমধুর স্বরে।
স্বস্বরবে ভবধবে পুলকেতে স্মরে॥
জলে চরে জলচর মনোহর তনু।
সগণ সহিত তথা বিরাজে অতনু॥
মলয় নিবাসী গুণরাশি সমীরণ।
কুসুমের গন্ধ সব করে বিতরণ॥
সদল মধুপদল বসি শতদলে।
প্রেমভরে মধু পান করে শতদলে॥
কলরব কলরব করে নিরন্তর।
প্রস্ফুটিত নানা ফুল শোভিত সুন্দর॥
দিব্য এক অট্টালিকা উপবন মাঝে।
করেছে উদ্যান শোভা জড়য়ার কাজে॥

বিসদ পাসানে বিনির্ম্মিত নিকেতন।
নানা বিধ রত্ন তাহে করিছে শোভন ॥
হেরিয়া কুমার ভাবে এ আর কেমন।
না জানি অদৃষ্টে পুনঃ আছে কি লিখন ॥
ছিলাম মানব আমি হলেম হরিণ ॥
পুনঃ কি ঈশ্বর মোরে দিবেন সুদিন ॥
সকলি তাঁহার ইচ্ছা মোর সাধ্য কিবা।
যে করে দিবসে নিশি যামিনীরে দিবা ॥
এতেক চিন্তিয়া কুলে উঠিয়া কুমার।
চঞ্চল নয়নে শোভা হেরিছে তাহার।
হেনকালে অপরূপ করিল দর্শন।
পুরী মাঝে মনোরমা রমণী-রতন ॥
উর্ব্বসী কি তিলোত্তমা উপমা না হয়।
স্বভাবের শোভা ধনী ধরে সমুদয় ॥
ইন্দুমুখ ইন্দিবর নয়ন যুগল।
গোলাপ কলাপ জিনি শোভে গণ্ডস্থল ॥
তিল সুকুসুম-নাসা কমল-বদন।
রদন মুকুতাপাতি সুধারসদন ॥
অধর বান্ধুলী কম্বুগ্রীবা মনোহর।
গৃধিনী-গঞ্জিনী-যুগ-শ্রবণসুন্দর।

অঙ্গুলী চম্পক কলি বিষনাল কর।
ত্রিবলী তরঙ্গ নাভি গভীর সাগর॥
কনক কলস কিবা উরজ যুগল।
কিম্বা দুই করিশিশু স্বভাব সরল॥
লোমাবলী শৈবাল রাজিত নাভি সরে।
কটি সে কেশরী করি অরি ভাবধরে॥
কান্তি কমনীয় অতি চারু হেম-তনু।
চিকুর নীরদ-জাল ভুরু কামধনু॥
স্বভাবের শোভা বিধি হরিয়া সমস্ত।
একত্রে তাহাতে বুঝি করিয়াছে ন্যস্ত॥
বিবিধ ভূষণে বিভূষিত কলেবর।
কটিতে বেষ্টিত বাস অতি মনোহর॥
চারিদিকে বেষ্টিত যতেক সহচরী।
করিছে আমোদ কত পরিহাস করি॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ দেখি অনঙ্গমোহিনী।
সঙ্গিনী সকল প্রতি কহিছে রঙ্গিণী।

জামিলা-খাতুন-পরী-কর্ত্তৃক কুমারের স্বদেহ প্রাপ্তি।

ওলো সহচরি, আহা মরিমরি,
হেরলো নয়ন কোনে।
দেখ২ সই, ভ্রমিতেছে ওই,
মৃগ এক উপবনে॥
তনু মনোহর, বরণ সুন্দর,
জিনিয়া কনক-রাজী।
কিবে সুবিষাণ, রূপের নিশান,
হেরিলাম কিবা আজি॥
জনমে কখন, না দেখি এমন,
অপরূপ মৃগবর।
আমার নয়ন, ভুলিল এখন,
দেখে ওই বনচর॥
না জানি কি মতে, এল কোথা হতে,
আমার আরামে সই।
কিবা মায়াধারি, বুঝিবারে নারি,
নারী তাই ভীত হই॥

সে যা হোক বেনে, দেলো ধরে এণে,
যতনে পালিব ওরে।
তারে হেমহার, দিব পুরস্কার,
যেবা ধরে দিবে মোরে।
সহচরীগণ, করিল গমন,
পরীর আদেশ পেয়ে।
সকলেতে গিয়া, রহিল ঘেরিয়া,
অনিমিষ চখে চেয়ে।
মৃগ না পলায়, করে সদুপায়,
চারিদিকে ফাঁস পাতে।
ভোজ্য উপাদেয়, লয়ে অপ্রমেয়,
থরে থরে রাখে তাতে॥
পাছে মৃগ ভাগে, এই ভয়ে আগে,
কোন ধনী দাঁড়াইল।
কেহবা সুরঙ্গে, দিতে সে কুরঙ্গে,
করেতে আহার নিল॥
রমণী মণ্ডলে, মিলি কুতূহলে,
তাড়াতাড়ি করে সবে।
মৃগ যে ধরিবে, প্রসাদ পাইবে,
হার তার ভাগে হবে॥

এই লোভে অতি, যতেক যুবতী,
হরিণের প্রতি ধায়।
স্খলিতভূষণ, গলিত বসন,
কবরী এলায়ে যায়॥
দেহে স্বেদঘাম, বহে অবিশ্রাম,
হিয়া দুরং কাঁপে।
মলিন বদন, হইল তখন,
প্রখর-রবির তাপে॥

পরি সহচরীগণে হেরিয়া নয়নে।
মৃগরূপী কুমার ভাবিছে মনে মনে॥
আমারে ধরিতে এরা ব্যগ্র অতিশয়।
অতএব আমার পলান যুক্ত নয়॥
যা আছে ঘটিবে ভাগ্যে ইচ্ছা ঈশ্বরের।
কেহয় খণ্ডাতে শক্ত অদৃষ্টের ফের॥
নরযোনি ছিলেম হলেম মৃগকায়।
দায়ের উপরে দায় স্বকর্ম্মে ঘটায়॥
কি ফল বিকল চিন্তা করিব না আর।
যা করেন সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎ-আধার॥

এতেক চিন্তিয়া মনে ধিরে২ গিয়া।
হইল পরম তুষ্ট আহার পাইয়া ॥
কুরঙ্গনয়নী নব-রঙ্গিণী সকলে।
সুরঙ্গে কুরঙ্গ শৃঙ্গে ধরে কুতূহলে ॥
কেহবা কমল করে করিয়া যতন।
স্নেহে কুরঙ্গের করে গাত্র কণ্ডূয়ন ॥
কেহবা বুলায় হস্ত শরীরে তাহার।
কেহ অনিমিষ নেত্রে হেরে অনিবার ॥
এক ধনী অমনি আসিয়া ত্বরাকরি।
সুবর্ণ শৃঙ্খল দিল মৃগ গলোপরি ॥
সবে মেলি লয়েগেল পরীর সম্মুখে।
নিরখি পরীন্দ্র-বালা পুরিল পুলকে ॥
চপলাক্ষী কপোলে কোমল কর রাখি।
অনিমিষ নয়নে নিরখে থাকি২ ॥
ইন্দ্রজাল মন্ত্রগুণে গণিয়া দেখিল।
এ নহে প্রকৃত মৃগ তখনি জানিল ॥
কুহকী কামিনী কেহ খলতা করিয়া।
করেছে কুরঙ্গ কায় বিরলে পাইয়া ॥
এতচিন্তি মন্ত্রপূত করিয়া তখন।
কুমারের অঙ্গে করে জীবন সেচন ॥

আরো এই মন্ত্র মুখে করে উচ্চারণ।
"যদি হয়ে থাক তুমি স্বভাবে এমন॥
তবে এইরূপ থাক যাবৎ জীবন।
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জ অনুক্ষণ॥
অন্যথা যদ্যপি কারো কুহকে এমন।
তবে তব স্বীয় রূপ করহ ধারণ"॥
এই কথা পরী যাই মুখেতে বলিল।
অমনি কুমার স্বীয় মূরতি ধরিল॥
দূরে গেল মৃগ কায় দায় এড়াইল।
কুমার কুমার তুল্য তখনি হইল॥
মেঘমুক্ত শশী যেন হইল উদয়।
বদন চন্দ্রমা শোভা ধরে অতিশয়॥
নিরখি পরীন্দ্র-বালা নরেন্দ্র নন্দনে।
মোহিত হইল অতি পীড়িত মদনে॥
আসিয়া দশমী দশ সঙ্গিনী হইল।
লজ্জা শীল ধৈর্য্য আদি সকলি নাশিল॥
অন্তরে অন্তর ভাব করিতে গোপন।
যতন করিতে হয় বিফল তখন॥
মনে করে মনেতে রাখিবে আকুঞ্চন।
কিন্তু পোড়া মদনে ঘটায় অলক্ষণ॥

কে জানে কোথায় হতে হানে পঞ্চবাণ।
অলক্ষে যেমন ইন্দ্রজিতের সন্ধান॥
স্বেদকম্প অলস অবশ দেহ গুরু।
হইল চঞ্চল হিয়া কাঁপে দুরু২॥
কহিতে বাসনা মনে বদনে না সরে।
নলীন যুগল নেত্রে পলক না ধরে॥

কুমারের ওকাফ নগরে যাইবার নিমিত্ত পরীর নিকট বিদায় প্রার্থনা।

পেয়ে পূর্ব্ব স্বীয় তনু, নৃপতির অঙ্গজনু,
অনুতাপ করি পরিহার।
সঙ্কটে পাইয়া ত্রাণ, স্মরে সেই ভগবান,
ভবনাথ বিভু বিশ্বাধার॥
ঘুচিল বিষাদ যত, পাইল পুলক কত,
একাননে কে করে বর্ণন।
পরীকৃত উপকারে, ধন্য মানি আপনারে,
করে তার বহু প্রশংসন॥

প্রমদা প্রমাদ ঘোরে, উদ্ধার করিলে মোরে
অনুগ্রহ করি মমপ্রতি।
যাবত জীবীত রব, স্মরিব সুযশ তব,
প্রাণদাত্রী তুমি গুণবতি॥
করিলে যে উপকার, শোধিতে তোমার ধার,
এ জীবনে শক্ত নাহি হব।
যদি দেহে রহে প্রাণ, করি তব গুণ গান,
অবিরত তব নাম লব॥
সকরুণ বাক্যে তার, সেই পরী মহিলার,
মানস মোহিল একেবারে।
করি বহু অনুনয়, সপ্রেম বচনে কয়,
যুবরাজ নরেন্দ্র কুমারে॥
তব উপকার করি, হেন কিবা শক্তি ধরি,
সহজে অবলা নারী আমি।
বিপদে ফেলেন যিনি, উদ্ধার করেন তিনি,
সর্ব্বমুল সেই অন্তর্যামী॥
যাঁহার সৃজিত বিশ্ব, রুচির সুচারু দৃশ্য,
ভুতগ্রাম যাঁহার সৃজন।
শশী সূর্য্য তারাচয়, যাঁহার কটাক্ষে হয়,
যিনি সর্ব্ব জীবের কারণ॥

সৃজন পালন লয়, যাঁহার ইচ্ছায় হয়,
তাঁহারি জানিবে এ সকল।
তিনি সর্ব্ব মূলাধার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
চরাচর তাঁহারি কৌশল ॥
সুখ দুঃখ চক্রবত, ভ্রমিতেছে অবিরত,
চির সমভাবে নাহি রয়।
কখন উদয় সুখ, কখন বা হয় দুখ,
বিশেষ জানিবে মহাশয়।
অতএব সেকারণ, না হবে চিন্তিত মন,
কিঞ্চিৎ করুণা মোরে করি।
আপনার পরিচয়, কহিবেন সমুদয়,
প্রতারণা ভাব পরিহরি ॥
কি কারণে রসভূপ, হইল এমন রূপ,
এ দুর্গমে কিসের কারণ।
কোথায় নিবাস কর, কি জাতি কি নাম ধর,
কে করিল তোমারে এমন? ॥
এতেক পরীর ভাষে, কুমার সরস ভাষে,
কহিল আপন বিবরণ।
যে কারণে ত্যজি দেশ, ধরিয়া পথিক বেশ,
দেশে২ করেন ভ্রমণ ॥

যেই অভিসন্ধি করি, পরিজন পরিহরি,
দেশান্তরি যার অন্বেষণে।
আদ্যঅন্ত বিবরণ, করিলেন বিজ্ঞাপন,
সকলি সে পরীর সদনে॥
শুনি তত্ত্ব সমুদয়, পরীন্দ্র কুমারী কয়,
নৃপেন্দ্র তনয়ে প্রিয়ভাষে।
শুন ওহে গুণাকর, হেন আশা পরিহর,
নিবেদন তোমার সকাশে॥
সে অতি দুর্গম স্থান, যাইলে হারাবে প্রাণ,
মানবের গম্য নহে তাহা।
সে পথে বিপদ যত, এক মুখে কব কত,
কথা রাখ বলি আমি যাহা॥
বৃথা হবে শ্রম সার, জীবনে সঙ্কট আর,
যাইতে না পারিবে তথায়।
সপ্ত সাগরের পারে, বল কে যাইতে পারে,
নরমধ্যে কে আছে কোথায়॥
বনে ভয়ানক যত, বনজন্তু কত শত,
দিবা নিশি ভ্রমিয়া বেড়ায়।
পড়িলে তাদের ঠাঞি, তিলেক নিস্তার নাই
কেমনে এড়াবে সেই দায়॥

আর যত যক্ষ রক্ষ, মনুজের শত্রুপক্ষ,
সেই পথে করে অবস্থান।
পড়িলে তাদের চক্ষে, কেবা আর করে রক্ষে,
অমনি বিনাশ করে প্রাণ॥
এ সব বিপদ হতে, ভাগ্যবলে কোনমতে,
যদ্যপি এড়াও গুণবর।
কেমনে হইবে পার, বিনা তরি কর্ণধার,
সীমাশূন্য দুস্তর সাগর॥
অতএব কথা রাখ, দাসীর নিবাসে থাক,
যতনে সেবিব শ্রীচরণ।
যাহে তব যাবে মন, যোগাইব সেইক্ষণ,
অন্যমন না হবে কখন॥
মম এই গৃহ দ্বার, দাসদাসী বিভবার,
সকলি জানিবে আপনার।
অধিক কি কব আর, হবে তব অধিকার,
এ জীবন যৌবন আমার॥
হলেম আশ্রিত পদে, বঞ্চিত করোনা পদে,
কিঞ্চিৎ করুণা কর দান।
পদে২ করি নতি, পদে রাখি প্রাণপতি,
রাখ২ এ দাসীর মান॥

দরিদ্রে রতন যেন, মম পক্ষে তুমি হেন,
ভাগ্য গুণে পাইলাম যদি।
আর কেন থাকে আশ, পূর্ণকর অভিলাষ,
করি পার অনঙ্গ উদধি ।।
কুমারীর কথা শুনি কহিল কুমার।
রাখিতে মর্য্যাদা তব উচিত আমার ।।
যে রূপ করিলে তুমি মম উপকার।
এ জনমে শোধিতে নারিব তব ধার ।।
কি করি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি গুণবতি।
নিশ্চয় ওকাফ-দেশে জেনো মম গতি।
বাঁচি কিবা মরি ইথে খেদ নাহি করি।
প্রতিজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিব সুন্দরি ।।
যদি বেঁচে থাকি পুনঃ হবে দরশন।
তখন তোমার আশা করিব পূরণ ।।
বিক্রীত হইয়া রব তোমার গুণেতে।
করিব মানস পূর্ণ নানা বিষয়েতে ।।
নহে এই দেখা মাত্র তোমার সঙ্গেতে।
মনের বাসনা যত রহিল মনেতে ।।
অতএব প্রসন্না হইয়া বিধুমুখি।
আমারে বিদায় দেহ মনে হয়ে সুখী ।।

তখন পরীন্দ্র-বালা ভাবে মনেং।
নিশ্চয় এ নাহি রবে আমার ভবনে॥
অনুনয় বিনয় সকলি বৃথা হবে।
অতএব যোগ্য নহে বাধা দেওয়া তবে॥
প্রকাশে কুমার প্রতি কহিল রমণী।
একান্ত যদ্যপি তথা যাবে গুণমণি॥
পথে যেতে বিপদে পড়িবে পদেং।
যাহাতে উদ্ধার হবে সে সব বিপদে॥
হেন তিন অস্ত্র আমি করিব প্রদান।
অনায়াসে বিপদে পাইবে পরিত্রাণ॥
এই ধনুঃশর করে করিলে ধারণ।
অবহেলে শত্রুপক্ষে করিবে দলন॥
জলচর খেচর ভুচর আদি যত।
অস্ত্রের গুণেতে সবে হবে অনুগত॥
করিতে তোমার হিংসা কেহ না পারিবে।
আইলে অসংখ্য শত্রু হেলায় জিনিবে॥
আর এই ধর খড়্গ দেবের নির্ম্মিত।
কামরূপী মহা অস্ত্র গুণ অপ্রমীত॥
যদি কারো করে এই কৃপাণ শোভয়।
সহস্র মনের ভার তৃণ তুল্য হয়॥

ইহার পরশে কোন অস্ত্র নাহি টেঁকে।
হইয়া শতেক খণ্ড পড়ে হস্ত থেকে॥
মুষল মুদ্গার টাঙ্গী আদি অস্ত্র যত।
এতে ঠেকে চূর্ণ হয়ে হয় ধরাগত॥
পথের সন্ধান কিছু বলিব তোমায়।
মনদিয়া গুণমণি শুন সমুদয়॥
সপ্তসাগরের পার ওকাফ নগর।
মানবে কেমনে যাবে ডরায় অমর॥
গরুড় বিহঙ্গ এক দেববংশে উৎপত্তি।
তোমারে লইয়া যেতে তাহারি শকতি॥
তাহার সহায় যাহে পাওহে আপনি।
হেন উপদেশ কিছু বলি গুণমণি॥
এই তিন অস্ত্র লয়ে করহ গমন।
কিঞ্চিৎ দুরেতে এক পাইবে কানন॥
তাহাতে বিটপ এক অতি উচ্চতর।
নিশায় নিবসে তাহে খেচর নিকর॥
উপনীত হয়ে তুমি তাহার তলায়।
জাল এক বিস্তারিয়া রাখিবে তথায়॥
নিশিতে আইলে তথা বিহঙ্গ নিচয়।
পড়িবে তোমার জালে নাহিক সংশয়॥

প্রভাতে সে সব পক্ষী বস্ত্রেতে পুরিয়া।
কিঞ্চিৎ দূরেতে তুমি যাইবে চলিয়া॥
দুর্গম অরণ্য এক করিবে দর্শন।
তথায় নিবসে এক শার্দ্দূল-রাজন॥
আশীহস্ত পরিমিত শরীর তাহার।
তিলেকে করিতে পারে ত্রিলোক সংহার॥
কামরূপী ব্যাঘ্র সেই নানামায়া ধরে।
রক্ষ যক্ষ পিশাচ কাহাকে নাহি ডরে॥
আপনার অধীন করিয়া সেই বন।
সুখেতে তথায় করে সময় যাপন॥
যে জন করয়ে তার শরণ গ্রহণ।
তাহার বিপদ কিছু না হয় কখন॥
সঙ্কটে সহায় হয় সেই বনচর।
আশ্রিত জনের প্রতি সদয় অন্তর॥
ভক্তিভাবে তুমি তারে করিলে প্রণাম
তবেত সুসিদ্ধ হবে তব মনস্কাম॥
গুণময়ী বস্ত্র এক দিব হে তোমায়।
তার গুণে হবে বশ সেই মহাকায়॥
অগ্রে তুমি গিয়া তথা এই বস্ত্র দিয়া।
ভক্তিভাবে দিও তার মুখমুছাইয়া॥

পশ্চাৎ বিহঙ্গ চয় করিয়া গ্রহণ।
তাহার সম্মুখে দিবে করিতে ভোজন ॥
ভোজন হইলে তার পুনঃ বস্ত্র দিয়া।
স্বভক্তি মানসে দিবে মুখ পুছাইয়া ॥
তাহাতে সে শার্দ্দূল হইবে সুপ্রসন্ন।
হবে সিদ্ধ তুমি সচিন্তিত যার জন্য ॥
বাঘের নিকটে তুমি হইয়া বিদায়।
অশ্ব আরোহণে যাত্রা করো পুনরায় ॥
যাইলে কতক দূর হে রাজ-নন্দন।
রাক্ষসের পুরী এক করিবে দর্শন ॥
অসঙ্খ্য ক্রব্যাদ্ তথা করয়ে বসতি।
পাইলে নরের মাংস ভোজে তুষ্ট অতি ॥
মনুষ্যের হিংসা তারা করে অনিবার।
পড়িলে তাদের হাতে নাহিক নিস্তার।
কিন্তু এই অস্ত্রের প্রভাবে রসময়।
অনায়ে কৌণপ বর্গে করিবে বিজয় ॥
তথা হতে তিন দিন ক্রমশঃ চলিবে।
প্রান্তর উত্তরি এক উদ্যান পাইবে ॥
কাঞ্চনা বলিয়া সেই ভূমির আখ্যান।
তথায় বিহঙ্গ বর করে অবস্থান ॥

সে হবে তোমার মিত্র অস্ত্রের প্রভাবে।
প্রেমভাবে ওকাফ-নগরে লয়ে যাবে॥
এতবলি অস্ত্র আর বস্ত্র সমর্পিয়া।
কুমারে কহিল পুনঃ বিনয় করিয়া॥
যাহ সখা নিরাপদে করহ গমন।
কিন্তু দাসী বলে মনে রাখিহ স্মরণ॥
নিতান্ত শ্রীপদাশ্রিত অধীনী তোমার।
বঞ্চিত করোনা এই বাসনা আমার॥
বলিতে২ নেত্রে বহে নীর ধার।
আবেশে অবশা বালা বলধরা ভার॥
আগুবাড়ি কিছু দূর আসি তার সনে।
বিদায় লইয়া গেল আপন ভবনে॥

কুমারের শার্দ্দূল সহ সাক্ষাৎ এবং তৎ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত।

আরোহি তুরঙ্গবরে কুমার তখন।
ঈশ্বরে স্মরিয়া বনে করিল গমন॥
অবিশ্রান্ত অনাহারে অটবী অটন।
করি শেষে পায় এক সুরম্য কানন॥

বৃক্ষ এক উচ্চতর তাহার অন্তরে।
তদোপর করে বাস বিহঙ্গ নিকরে ॥
নৃপজ কুটজ মূলে আশু উত্তরিল।
পক্ষি ধরিবার আশে বাগুরা পাতিল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি কিছু অস্ত্রের গুণেতে।
কোন ভয় নাহি রহে সন্তোষ মনেতে ॥
ক্রমেতে প্রদোষ কাল আসি উপস্থিত।
দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বিত ॥
নলিনী মলিনি অতি সনাথ বিরহে।
মুদিল কমল আস্য কমলের দহে ॥
আসন্ন নায়ক আগমন লক্ষ্যকরি।
কুমুদী প্রমোদি বড় পয়োবাসোপরি ॥
বনচর সহচর সহিত সত্বরে।
আবাস লইল আসি আবাস গহ্বরে ॥
পাখী সব শাখী শাখা করিয়া আশ্রয়।
মিথুনে২ সুখে যামিনী বঞ্চয় ॥
তিমির মিহির গতে মহী আচ্ছাদিল।
স্বভাব সুন্দরী যেন ঘোমটা বারিল ॥
স্বাধীন-ভর্তৃকা সবে সুখেতে ভাসিল।
বিয়োগীর পক্ষে কাল রজনী আইল ॥

তরুমূলে কৃতাসন মনুজেন্দ্রসুত।
নিশিতে নিদ্রায় হইলেন অবিভূত ॥
সেই বৃক্ষোপরি রাত্রে যত পক্ষি ছিল।
প্রভাতে কতক তার জালেতে পড়িল ॥
ধরিয়া সে সব পাখী বাসেতে বাঁধিয়া।
চলিলেন বিভু স্মরি অশ্বে আরোহিয়া ॥
ক্রমেতে কতেক দূর করিয়া গমন।
পাইলেন ব্যাঘ্ররাজ-বসতি-কানন ॥
অতি ভয়ানক সেই কানন দুর্গম।
দিবা ভাগে তথায় যামিনী হয় ভ্রম ॥
দূর হতে যুবরাজ হেরিল নয়নে।
বসিয়া শার্দ্দূলরাজ ধরা সিংহাসনে,
ভীষণ মূরতি তার পর্ব্বত আকার।
স্বীয় দেহে ব্যাপিয়াছে কানন বিস্তার ॥
কুমার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া।
সেই বস্ত্রে দিল তার মুখ মুছাইয়া ॥
পরে সেই পক্ষী সব সম্মুখে ধরিল।
হরিষে শার্দ্দূল তাহা ভোজন করিল ॥
বাঘেতে পাখীর মাস খাইতে না পায়।
একারণ অতিশয় তৃপ্ত হৈল তায় ॥

পরেতে পার্থীব পুত্র করিয়া যতন।
সেই মহনীয় বাসে মুছায় বদন ॥
সন্তোষে শার্দ্দূলরাজ নৃপসুতে কয়।
তব প্রতি প্রসন্ন হলাম অতিশয় ॥
আমা হতে তোমার নাহিক কিছু ভয়।
সর্ব্বদা ভ্রমহ বনে হইয়া নির্ভয় ॥
কাননের পশু পক্ষী কেহ না হিংসিবে।
রক্ষ যক্ষ হেতু কিছু ভয় না করিবে ॥
বিপদে আমারে তুমি করিলে স্মরণ।
করিব সহায় হয়ে বিপদ মোচন ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া বিশ্বাস বচনে।
কুমারে বিদায় ব্যাঘ্র দিল সেইক্ষণে ॥

রাজপুত্রের রাক্ষস সহিত যুদ্ধ এবং
গারুড়োদ্যানে গমন।

বসুন্ধরা-পতি-সুত ব্যাঘ্রের বসতি।
ত্যজিয়া প্রান্তর মধ্যে ক্রমে করে গতি ॥
এড়াইল কত বন কত কব নাম।
ক্রমেতে পাইল গিয়া রাক্ষসের ধাম ॥

দেখিল রাক্ষস পুরী ভয়ানক অতি।
অসংখ্য রাক্ষস তথা করয়ে বসতি॥
রাক্ষেন্দ্র তরমতাক্ রক্ষকুলপতি।
বিষম মনুজ-অরি ভীষণ মুরতি॥
তার অনুচর রক্ষবলকয় জন।
পুরের বাহিরে তারা করিছে ভ্রমণ॥
দেখিল দূরেতে নর করে আগমন।
বড়ই সন্তুষ্ট তারা হইল তখন॥
পরস্পর বলাবলি করে কয় জন।
বহু দিন পরে পাই নরের দর্শন॥
মহীপ মনুজ মাংসে প্রীতি বহু পান।
ইহারে লইয়া তাঁরে করিব প্রদান॥
রক্ষনাথ স্থানে বহু পুরস্কার পাব।
প্রসাদ উচ্ছিষ্ট তাঁর আর কিছু পাব॥
কুমার কহিল কিবা কর বলাবলি।
রাক্ষসেরা বলে তোরে নৃপে দিব ডালি॥
আমাদের কুলপতি গুণের নিবাস।
বহু দিন খান নাই মানবের মাস॥
তোর মাংস খেয়ে তুষ্ট হবে নৃপমণি।
নিকটে তোমার কাল উদয় আপনি॥

সদর্প ভারতী শুনি ক্রোধেতে কুমার।
কৃপাণ আঘাতে করে ক্রব্যাদ্ সংহার॥
যে কজন এসেছিল তাহার সাক্ষাতে।
সবে গেল যমপুর অসীর আঘাতে॥
অনেক যাইয়া বার্ত্তা দেয় রক্ষরাজে।
মহারাজ নিবেদন তোমার সমাজে॥
এসেছে অনেক নর যম অবতার।
সকল রাক্ষসকুল করিল সংহার॥
একা সেই রণে যোঝে মানুষ পরাণে।
কার সাধ্য রণে তিষ্ঠে তার সন্নিধানে॥
শুনি ক্রোধে নিশাচর বলে সৈন্য সবে।
সাজরে২ রণে বিনাশ মানবে॥
রাজার সন্দেশ পেয়ে সেনাপতি ধায়।
লক্ষ২ সেনা দল সঙ্গে তার যায়॥
এক২ জনে পারে গ্রাসিতে ভুবন।
তথাচ অস্ত্রের বলে সকলে পতন।
রক্ষসেনা নিরখিয়া নির্ভয়ে কুমার।
বাহুস্ফাট করি করে ধনুকে টঙ্কার॥
যুড়িয়া অক্ষয় শর ধনুকে তখন।
শত২ নিশাচরে করিছে নিধন॥

তাহারা যতেক অস্ত্র করে প্রহরণ।
অসীতে ঠেকিয়া চূর্ণ হয় সেইক্ষণ॥
দেখিয়া তাহারা সবে হইল বিস্ময়।
সাক্ষাৎ কৃতান্ত এযে মানুষ তো নয়॥
যত এসে তত মরে নাহি সীমা তার।
কুমারের রণে তিষ্ঠে সাধ্য আছে কার॥
রণভূমি নিশাচর শোণিতে প্লাবিত।
শৃগাল কুক্কুর পিয়ে হয়ে আনন্দিত॥
দানব সমরে যেন দেব ত্রিবিক্রম।
সেইরূপ রাজসুত সমর সক্ষম॥
ভঙ্গ দিল সেনা রণে কেহ নাহি ধায়।
পলাইয়া নৃপতিরে সংবাদ জানায়॥
স্বদলের ভঙ্গ শুনি রাক্ষসরাজন।
আপনি সাজিল সেই করিবারে রণ॥
আবাল যুবক বৃদ্ধ পুরে যত ছিল।
রক্ষপতি সহ সাজি সমরে আইল॥
কুমারের প্রতি করে বাণ বরিষণ।
বাণেং রাজপুত্র করে নিবারণ॥
সহায় দেবের অস্ত্র কি ভয় তাহার।
তৃণ তুল্য রক্ষগণে করিছে সংহার॥

ভূপতি তরম-তাক্ রুষিয়া সমরে।
বিন্ধিছে কুমার তনু চোখ২ শরে॥
তাহাতে কুমার দেহে ব্যথা নাহি পায়।
অস্ত্রের গুণেতে যেন তুলা লাগে গায়।
হেনকালে ব্যাঘ্ররাজ লয়ে ব্যাঘ্রগণ।
কুমারে সহায় হয়ে দিল দরশন॥
অগনন ব্যাঘ্রগণ করি দরশন।
ভূপতি তরম-তাক্ দেখে তাক্ হন॥
নিশ্চয় জানিল আর নাহিক এড়ান।
এবার সঙ্কটে পড়ে হারাইনু প্রাণ॥
সাহসে করিয়া ভর তবু যুঝে রণে।
কুমারে তর্জ্জন করে গভীর বচনে॥
ওরে নর হেথা কেন আইলি মরিতে।
সমর করিস তুই রাক্ষস সহিতে॥
এখনি আমার হাতে হারাবি পরাণ।
পড়েছ সঙ্কটে আর নাহি পরিত্রাণ॥
দেখিনু যোগ্যতা তোর ওরে দুরাচার।
কি সাহসে শ্লাঘাকর সম্মুখে আমার॥
এইরূপ বাক্যুদ্ধ হয় দুইজনে।
কেহ কারে জিনিতে না পারে সেইরণে॥

নিশাচর সেইকালে সুযুক্তি করিল।
কুমারের অঙ্গে এক গদা প্রহারিল ॥
তাহাতে তাহার অশ্ব পশ্চাৎ হইল।
পড়িল কুমার রক্ষ মনেতে ভাবিল ॥
সাপটিয়া ধরিবারে করিল গমন।
সে কালে সম্মুখে আসি রাজার নন্দন ॥
নিশাচর বুকেতে করিল অসীঘাত।
তাহাতে তরমতাক্ হইল নিপাত ॥
অবশিষ্ট সেনা যত করে পলায়ন।
হইল রাক্ষস হীন রক্ষের ভুবন ॥
ব্যাঘ্ররাজ সহ রায় অন্তঃপুরে যায়।
দেখিল সজ্জিত পুরী বিবিধ সজ্জায় ॥
হীরা মণি চুনি পান্না মুকুতা প্রবাল।
প্রভায় আলোক পুরী করে সর্ব্বকাল ॥
কাঞ্চনের সিংহাসন হীরায় জড়িত।
তাহার প্রভায় যেন খেলিছে তড়িত ॥
সেই পুরী মাঝে রায় হেরিল নয়নে।
মনোরমা রামা এক বিরস বদনে ॥
কমলাক্ষী সজলাক্ষী হইয়া তখন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে তার ধরিল চরণ ॥

কহিল কামিনী ক্ষমাকর গুণাধার।
হলেম শরণাগত শ্রীপদে তোমার ॥
নিরক্ষ করেছ পুরী তুমি হে পলকে।
স্ববংশে বিনাশ করি আমার জনকে ॥
এক্ষণে আমারে তুমি করহ গ্রহণ।
নিরুপায় ও চরণে নিলাম শরণ ॥
কামিনী করুণ ভাষে ভাষিল কুমার।
মনোরমে মনোদুঃখ কর পরিহার ॥
সন্তুষ্ট হলেম তব শুনিয়া মিনতি।
অতএব বিষাদ ত্যজহ গুণবতি ॥
আপন পিতার রাজ্য কর অধিকার।
দিলাম তোমারে রাজ্য শাসনের ভার ॥
এক্ষণে তোমারে নারি করিতে গ্রহণ।
আছে এক প্রতিজ্ঞা করিতে সম্পূরণ ॥
ওকাফে যাইব আমি তাহার কারণ।
পণ রক্ষা করি হেথা করিব গমন ॥
এতবলি বিবরণ কহিয়া বামায়।
সরস অন্তরে রায় নিলেন বিদায় ॥
কন্যার রক্ষার হেতু শার্দ্দূল রাজন।
ব্যাঘ্র এক তথায় করিল নিয়োজন ॥

পরে উভয়ের স্থানে বিদায় লইয়া।
পশুরাজ স্বীয় স্থানে গেলেন চলিয়া॥

কুমারের ভুজঙ্গ বিনাশ ও গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং তৎকর্ত্তৃক সপ্ত সিন্ধুপার।

রাজার তনয়, পুলক হৃদয়,
আরোহিয়া হয়, গমন করে।
নাশি নিশাচরে, কারে নাহি ডরে,
ভয় হীনান্তরে, কাননে চরে॥
পথ চিহ্ন ধরি, দিবা বিভাবরী,
শ্রম পরিহরি, ত্বরিত গতি।
কভু নিরাহার, কভু নীরাহার,
কভু বা আহার, বনজ্জ কতি॥
এরূপে জীবন, করিয়া ধারণ,
স্বকাজ সাধন, কারণ আশে।
ক্রমে তিন মাস, বনেতে বাস,
তথাচ উল্লাষ, মানসে ভাসে॥

বনে বনচর, তার সহচর,
আর হয়বর, দোষর পথে।
বিভুর স্মরণ, করে প্রতিক্ষণ,
বাসনা পূরণ, হয় কি মতে
পরী উপদেশে, এড়ি নানা দেশে,
গরুড় উদ্দেশে, ফিরিছে রায়।
দেবের লিখন, কে করে খণ্ডন,
একই কানন, দেখিতে পায়॥
সেইতো কানন, অতি সুশোভন,
যত তরুগণ, বিরাজে তায়।
ফল ভরে নত, শোভাপায় কত,
নিরখি সতত, মানস চায়॥
শাখী শাখোপর, বিবিধ খেচর,
বসি মনোহর, করিছে গান।
মিলিয়া মিথুনে, ডাকিছে সঘনে,
সে রব শ্রবণে, যুড়ায় প্রাণ।
বসুধা মণ্ডলে, নব দুর্ব্বাদলে,
বায়ুর হিল্লোলে, দুলিত কায়।
শ্যামল বরণ, করিয়া ধারণ,
নয়ন রঞ্জ করিন,ছে' তায়

কানন ভিতর, শোভে সরোবর,
কত জলচর, খেলিছে তায়।
কাতার কাতার, দিতেছে সাঁতার,
তাহে কি বাহার, কহিব কায়॥
জলজ কুসুম, অতি মনোরম,
ফুটি যথাক্রম, দিতেছে শোভা।
কোমল কমল, বিকসিত দল,
করে ঢলং, মানস লোভা॥

সুশোভন কানন করিয়া দরশন।
পুলকে পুরিতমন রাজার নন্দন॥
ভাবে গরুড়ের দেখা পাব এইস্থানে
অভীষ্ট জানিয়া সিদ্ধি ঈশ্বরে বাখানে।
তড়াগের জলপানে তৃষাক্লেশাকরে।
বসিল বৃক্ষের মূলে যুড়াবার তরে॥
তরুকাণ্ডে করিলেক ঘোটক বন্ধন।
শুইলেক সেইস্থানে বিশ্রাম কারণ॥
পথশ্রান্তে ক্লান্ত ছিল রাজার নন্দন।
শয়ন মাত্রেতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ॥

নিদ্রাগেলে রাজসুত তাহার তুরঙ্গ।
ভুজঙ্গ দেখিয়া এক পাইল আতঙ্গ॥
অতি দীর্ঘ দেহ তার স্তম্ভের আকার।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ সম ফণার বিস্তার॥
নিশ্বাস পবনে তার ভাঙ্গে তরুগণ।
ভীষণ গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত কানন॥
দেহের চাপনে তার চূর্ণিত পাষাণ।
ঘুর্ণিত নয়ন তার ব্যাদিত বয়ান॥
দ্রুতবেগে সম্মুখে করিছে আগমন।
গ্রাসিবে তুরঙ্গ এই করিয়া মনন॥
ভীষণ ভুজঙ্গ দেখি ভয়ে ভীত হয়।
বন্ধন ছিঁড়িতে করে যত্ন অতিশয়॥
চক্রাকারে নৃপসুতে প্রদক্ষিণ করে।
ছটফট করে সদা পলাবার তরে॥
অশ্বের নির্ঘোষ শুনি নৃপতি নন্দন।
সুখনিদ্রা হতে শীঘ্র হয় সচেতন॥
নিদ্রাভঙ্গে চারিদিক দর্শন করিতে।
দেখে এক অজগর আসে সম্মুখেতে।
তাহাতেই অশ্ব করে ভয়েতে চিৎকার।
ইথে কিছু ভয় যুক্ত হইল কুমার॥

তথাচ সাহসে ভর করিয়া তখন ॥
ধনুকেতে করিলেক শর সংযোজন ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত গুণ করি আকর্ষণ।
সর্পপরে সেই শর করিল ক্ষেপণ ॥
তাহাতে বিক্ষত অঙ্গ পন্নগ হইল।
কুমারে গিলিতে মুখ বিস্তার করিল ॥
পুন ক্ষিপ্তশর লয়ে রাজার কুমার।
আরবার অজগরে করিল প্রহার ॥
তথাচ নিস্তেজ নহে পবন-অশন।
ফণা বিস্তারিয়া করে ভীষণ গর্জ্জন ॥
জ্বলন্ত অনল তাপ নিস্বাসে তাহার।
পোড়ায়ে বনের বৃক্ষ করিছে অঙ্গার ॥
দেখিয়া কৃপাণপাণি হইয়া কুমার।
একাঘাতে খণ্ড করে শরীর তাহার ॥
তাহে অহীবর আশু পঞ্চত্ব পাইল।
শোণিত সংপ্লবে বনে কর্দ্দম হইল ॥
যেই বৃক্ষ মূলে ছিল রাজ-বংশধর।
গরুড়ের ছানা ছিল তাহার উপর ॥
ক্ষুধায় কাতর তারা ব্যাকুল অন্তরে।
ক্রন্দন করিছে অতি স্বজাতির স্বরে ॥

তাহে দয়াযুক্ত হয়ে রাজার কুমার।
অহীমাংস লয়ে দিল করিতে আহার॥
বিহঙ্গ শাবক সব পাইয়া আহার।
ক্ষুধাশান্তে নীরব হইল পুনর্ব্বার॥
সর্প সহ রণে ক্লান্ত হইয়া কুমার।
নিদ্রাঅবিভুত হইলেন পুনর্ব্বার॥
প্রদোষে দিবসকান্ত হয় অস্তগত।
হেনকালে সস্ত্রীক গরুড় সমাগত॥
মুখেতে আহার লয়ে শাবকের তরে।
শূন্যপথে আসিতেছে পবনের ভরে॥
না শুনি শাবক রব নীড়ের নিকট।
মনে মনে ব্যমচর ভাবিল সঙ্কট॥
আরো দেখে বৃক্ষতলে নর একজন।
নিদ্রার বিঘোরে আছে হয়ে অচেতন॥
মনুষ্যের সমাগম করিয়া দর্শন।
মরেছে শাবক সব করিল মনন॥
এই নর মারিয়াছে আমার নন্দনে।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহি আর মনে॥
এত চিন্তি ক্রোধযুক্ত হয়ে পক্ষীবর।
মানব নিধন হেতু আনিল প্রস্তর॥

ওজনে পাথরখান আশীমোন হবে।
ফেলিতে উদ্যত পক্ষী মারিতে মানবে॥
দেখিয়া বিহঙ্গ-দারা করি অনুনয়।
পতিরে প্রবোধ বাক্য বিনয়েতে কয়॥
একি কর প্রাণনাথ! না করি বিচার।
নির্দ্দোষী জনেরে কেন করিবে সংহার?॥'
শত্রু কিম্বা মিত্র এর না জানি সন্ধান।
এক্ষণে উচিত নহে বধিতে পরাণ॥
চল যাই বাসায় করিয়া অন্বেষণ।
না পেলে শাবক এরে করিহ নিধন॥
ভার্য্যার বচনে ক্ষান্ত হয়ে পক্ষীবর।
সদার চলিল আশু বাসার উপর॥
দেখে সাস্থ্য কলেবর শাবক নিচয়।
নিরাপদ বিপদ কিঞ্চিৎ নাহি হয়॥
জনক জননী মুখ করি দরশন।
আনন্দে শাবক সব কহিছে তখন॥
শুন মাতা পিতা আজিকার বিবরণ।
গুণেতে নরের এক পেয়েছি জীবন॥
অদ্য অজগর এক ভীষণ আকার।
এসেছিল আমাদিগে করিতে সংহার॥

বৃক্ষমূলে যেই নরে করেছ দর্শন।
মারিয়া ভুজঙ্গে সেই রাখিল জীবন ॥
আরো কিবা গুণ তার না পারি কহিতে।
দিল সে সর্পের মাংস আহার করিতে ॥
আমরা ছিলাম সবে ক্ষুধায়কাতর।
তাহার কৃপায় আজি পুরিনু উদর ॥
যদি নর না আসিত এই বৃক্ষতলে।
নিশ্চয় যেতেম আজি ভুজঙ্গ কবলে ॥
শুনিয়া বিহঙ্গ অতি সন্তুষ্ট হইল।
করিতে নরের হিত প্রতিজ্ঞা করিল ॥
বৃক্ষহতে পক্ষী অবরোহণ করিয়া।
কুমার-চরণ তলে রহিল বসিয়া ॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইবে তাঁহার।
প্রতীক্ষায় রহিল মানিয়া উপকার ॥
গতক্লম রাজসুত হইয়া তখন।
নিদ্রাহতে ত্বরায় হইল সচেতন ॥
হেনকালে পক্ষী কহে শুন মহাশয়।
তব গুণে সন্তুষ্ট হলাম অতিশয় ॥
করেছ যে উপকার না যায় বর্ণন।
যাবৎ জীবিত রব করিব স্মরণ ॥

প্রাণদান দিয়াছ আমার শিশুগণে।
সাধিব তোমার কার্য্য এবে প্রাণপণে॥
কিবা তব প্রয়োজন ওগো মহাশয়।
কি কারণে ঘোর বনে হইলে উদয়॥
কোন দেশে যাবে তব মনে কিবা আশ।
অকিঞ্চন প্রতি কহ করিয়া প্রকাশ॥
রাজার-তনয় শুনি পক্ষীর বচন।
আদ্য অন্ত কহিল আপন বিবরণ॥
ওকাফে করিব যাত্রা এই প্রয়োজন।
অনুকূল হয়ে কর এ কার্য্য সাধন॥
তোমার স্বহায় বিনা যাইতে তথায়।
আছে কার সাধ্য তুমি বলহ আমায়॥
এখন নিলাম আমি তোমার শরণ।
ত্বরায় করহ মম অভীষ্ট পূরণ॥
পক্ষী বলে তব বাক্যে পাইলাম প্রীত।
প্রাণপণে তোমার করিব আমি হিত॥
সপ্ত সাগরের পার ওকাফ নগর।
তোমারে লইয়া তথা যাইব সত্বর॥
কিন্তু এক কার্য্য কর রাজার-নন্দন।
গটাকত পক্ষি লহ করিয়া নিধন॥

অনলেতে তাহাদের মাংস পোড়াইয়া।
লহ তাহাদের চর্ম্মে জীবন পূরিয়া॥
সাগরের মাঝে খাদ্য দ্রব্য নাহি পাবে।
কেমনেতে বহু দূর অনাহারে যাবে॥
তোমারে লইয়া আমি কিরূপ প্রকার।
হইব সাগর পার বিনা পানাহার॥
কথঞ্চিত রূপে করি ক্ষুধা নিবারণ।
করিব তোমারে লয়ে ওকাফ গমন॥
গরুড়ের উপদেশে রাজারনন্দন।
পক্ষিচয় মারি দগ্ধ করিল তখন॥
তাহাদের চর্ম্মে জল পুরিয়া লইল।
বিভু স্মরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহিল॥
যখন পবনবেগ ধরি খগপতি।
এড়াইল প্রথমে প্রথম নদীপতি॥
পরপারে গিয়া রাজসুতে নামাইল।
ক্ষুধাশান্তি হেতু কিছু আহার করিল॥
কুমারো কিঞ্চিৎ মাংস করিল ভোজন।
পুনরায় পক্ষীবর উড়িল তখন॥
ক্রমেতে সাগর সপ্ত লঙ্ঘন করিল।
ওকাফ নগরে আসি দোঁহে পঁহুছিল॥

নিরখি নগর নৃপ নন্দন নন্দিত।
পক্ষিরাজে প্রশংসা করিল যথোচিত॥
বিনয়ে বিনতাসুত বসুধেশ সুনে।
কহিল বচন কিছু তুষ্ট হয়ে গুণে॥
রাজপুত্র তব গুণ গরিমা অপার॥
কি শকতি আমার শোধিতে তব ধার॥
দেহ অনুমতি করি স্বস্থানে গমন।
বিপদ পড়িলে মোরে করিহ স্মরণ॥
স্মরণ মাত্রেতে আমি করি আগমন।
করিব তোমার যত বিপদমোচন।
এত বলি মতি এক দিয়া তার করে।
বিদায় লইয়া পক্ষী চলিল সত্বরে॥

রাজপুত্রের একাকে গমনান্তর গোল-
সেনুয়ারের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা।

নগরে প্রবেশ করি নরেশ-নন্দন।
দুই নেত্রে শোভা তার করে নিরীক্ষণ॥
পরিসর রাজবর্ত্ম অভিসিক্ত জলে।
ধূলী হীন হইয়াছে বায়ুর হিল্লোলে॥

দুই পাশে রম্য হর্ম্ম কমনীয় অতি।
যত ভাগ্যবান তাহে করয়ে বসতি॥
প্রতি পল্লী চত্বরে প্রহরী আছে খাড়া।
দুষ্ট লোক দেখিলে তাহারে দেয় তাড়া॥
স্থানেং শোভে কত প্রাসাদ মন্দির।
দরশনে নাশ হয় মনের তিমির॥
কনক কলস কত মন্দির উপর।
নানা বর্ণ পাষাণে খচিত মনোহর॥
দেবের প্রতিমা তাহে আছে কত শত।
পূজক অর্চ্চনা হেতু ধাইতেছে কত॥
ভক্তিভাবে ভকত প্রণত কত জন।
ষোড়শোপচারে পুজে করিয়া যতন॥
বিবিধ নৈবেদ্য উপকরণ সহিত।
সচন্দন পুষ্পে করে অর্চ্চনা বিহিত॥
নগরের নানা স্থানে বিপণী বাজার।
বেসাতির তরে লোক হাজারং॥
বিবিধ প্রকার দ্রব্য বিক্রয় কারণ।
বিথীকায় রাখিয়াছে করিয়া যতন॥
হীরা মতি চুনি পান্না মণি মরকত।
দোকানে রেখেছে যত্নে মণিকার কত॥

ক্রয় হেতু ক্রেতার সদত্ত আগমন।
মূল্য বিনিময়ে লয় মনের মতন॥
সুবর্ণবণিক কত রজত কাঞ্চন।
বেচে কিনে দোকানে বসিয়া যত জন।
বসন পশমজাত রেসমেরবাস।
বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ বেচে বারোমাস॥
কোথাও তৈজস পাত্র চিত্র দরশন।
বিপণীতে রাখিয়াছে বিক্রয় কারণ॥
কোনস্থলে লৌহশালে অস্ত্র শোভাপায়।
সামরিক প্রয়োজনে সর্ব্বদা বিকায়॥
কোথাও সৌচিকগণে পরিচ্ছদ করে।
ভাগ্যবন্ত জনে তাহা আদরেতে পরে॥
কোনস্থানে খাদ্যদ্রব্য বিকায় প্রচুর।
অম্ল তিক্ত কটু খার কষায় মধুর॥
নানাবিধ ফল মূল অতুল গণনে।
বনজ আনাজ কত রেখেছে যতনে॥
নিত্য প্রাতে আসি তথা নাগরীক্ জনে।
করি খোজ শিরে বোজ ভোজের কারণে॥
দিনহীনা বুড়ী কত চুপড়ি কাঁখেতে।
হাতে লড়ি গুড়ি২ যায় বাজারেতে।

সম্বল সম্ভব মত কিনি ধিরে২।
চুপড়ি পুরিয়া পুন গৃহে যায় ফিরে॥
কোনস্থানে সদাব্রত নৃপের স্থাপন।
হাজার২ হয় অতিথী পালন॥
অবারের দ্বার তথা কারে নাই মানা।
যে যায় উদর পুরে দ্রব্য খায় নানা॥
কানা খোঁড়া অতুর বাতুল যত জন।
রাজার কৃপায় তথা করয়ে ভোজন॥
ভাগ্যবন্ত প্রজা যার ধর্ম্মে রতি মতি।
পরম যতন তার দরিদ্রের প্রতি॥
কোষ খুলে করে খোস রোষ নাহি মনে।
পরিতোষ পায় পরে তাহার ভবনে॥
সম্পদের সার্থকতা করে সম্পাদন।
অকাতরে দরিদ্রে যে করে বিতরণ॥
প্রিয়ভাষে পরিতোষে মৃদু মন্দ হাসে।
অতিথী বিমুখ নাহি হয় তার বাসে॥
পরহিতে রতি সদা অধর্ম্মে বিরতি।
পরুষ বচন নাহি কহে কারো প্রতি॥
পরিজন পোষণেতে পুলক হৃদয়।
পরের দেখিয়া দুঃখ দুখী অতিশয়॥

সাধ্য মত বিপদ যে করয়ে মোচন।
সুযশঃ জগতে তার সার্থক জীবন ॥
কোথাও চিকিৎসালয় রোগীর আশ্রয়।
গত মাত্র লোক তথা হয় নিরাময় ॥
নিরাশ্রয় উপায় বিহীন যত জন।
চিকিৎসা আলয়ে করে আবাস গ্রহণ ॥
কোন স্থানে বিদ্যালয় অবিদ্যা নাশিনী।
মানবের মোক্ষদাত্রী বিজ্ঞান দায়িনী ॥
নাগর্য্য বালক বৃন্দ আসিয়া তথায়।
পাঠাভ্যাস করে সদা গুরুর কৃপায় ॥
অধ্যাপক তাহাতে নিযুক্ত আছে কত।
উপদেশ পায় তথা শিশু শত২ ॥
কোন স্থানে মল্ল যুদ্ধ শিখে মল্লগণ।
মুদ্গর নেজাম ভাঁজি করে আস্ফালন ॥
নৃত্যগীত বাদ্যের আমোদ কোনস্থলে।
তাহে অনুরক্ত সদা বিলাসী সকলে ॥
কোনস্থানে বিলাসিত বার বিলাসিনী।
মদমত্ত মানবের মানস হারিণী ॥
হাব ভাব ছলা কলা করিয়া প্রকাশ ॥
প্রেম বাগুরায় ফেলে করে সর্ব্বনাশ ॥

নিরন্তর সেইস্থানে লম্পটের বাস। ॥
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ঘি পূর্ণ করে আশা ॥
কোন স্থানে উপবন কেলির সদন।
বিবিধ পাদব শ্রেণী তাহে সুশোভন ॥
শাখীপরে পাখী সব সুমধুর স্বরে।
স্বীয়২ স্বরে সেই সর্ব্বসারে স্বরে ॥
সরোবরে শতদল শতদলে শোভে।
চঞ্চল মধুপ কুল মত্ত মধুলোভে ॥
মদনের মঞ্চ সাজে কেলি কুঞ্জ মাঝে।
পুষ্পিত শাখিনী সব তথায় বিরাজে ॥
কুসুমের গন্ধ সহ বন্ধু সমীরণ।
নাসারন্ধ্রে করে সদা গন্ধ বরিষণ ॥
পরশে আবেশোদয় পুলকিত কায়।
নির্ম্মল জীবন দৃষ্টে জীবন যুড়ায় ॥
ও কাফ-দেশের অধিপতির ভবন।
ইন্দ্র পুরী তুচ্ছ করে শোভিত এমন ॥
কনক কপাট আঁটা পুরের ফটকে।
অনিমিষ হয় আঁখি তাহার চটকে ॥
কারিকুরি নানামত সবদিক আঁটা।
পরিসর চারিদিকে গড় খাই কাটা ॥

বিসদ পাষাণে বিনির্ম্মিত নিকেতন।
অবনী-ভূষণ পুরী অবনী-ভূষণ ॥

নিরখি নরেন্দ্র সুত, সুনগরী শোভা যুত,
উথলিল সুখ পারাবার।
কিন্তু রহে এই ধ্যানে, কিরূপে কাহার স্থানে,
পাবে তত্ত্ব গোলসেনুয়ার ॥
সেইভাবে এক ভাবে, কতই অন্তরে ভাবে,
ভাবিয়া ভাবনা নহে দূর।
ভ্রমিতে২ রায়, নয়নে দেখিতে পায়,
তথা এক মনোহর পুর ॥
সে পুরীর দ্বার দেশে, ভব্যতনু সভ্য বেশে,
আছে বসে নর এক জন।
নিকটস্থ হয়ে তার, করিলেন নমস্কার,
সমাদরে রাজারনন্দন ॥
সে জন সন্তোষমনে, যথাযোগ্য সম্ভাষণে,
করিলেক আসন প্রদান।
পরস্পর আলাপনে, সুখী হয় মনে২,
প্রেমে বদ্ধ দুয়ের পরাণ ॥

[এ]

স্বালয়ে লইয়া তারে, সরলতা ব্যবহারে,
বাসা দিল করিয়া যতন।
যত হয় দিনগত, প্রণয় বর্দ্ধিত তত,
ভিন্নকায় দোঁহে এক মন॥
এক দিন বিরলেতে, নৃপসুত বিনয়েতে,
কহিল ফরখকাল প্রতি।
প্রেমাকর গুণাকর, শুনহে সুহৃদ্বর,
অকিঞ্চন দীনের ভারতী॥
করি বহু পরিশ্রম, ঘুচাতে মনের ভ্রম,
ভ্রমণ করিয়া নানা দেশ।
স্বদেশে প্রকাশি দ্বেষ, ধরিয়া দীনের বেশ,
এই দেশে করিনু প্রবেশ॥
আছে আকুঞ্চন মনে, কৃপা করি এই জনে,
যদি পূর্ণকর সেই আশ।
অধিক কহিব কত, এই জনমের মত,
হয়ে রব তব ক্রীতদাস॥
এ দেশের লোক তুমি, নিখিল গুণের ভূমি,
সব আছে তোমাতে বিদিত।
প্রকাশিয়া মহত্ত্ব, গোলসেনুয়রে তত্ত্ব,
কহ সখা মোরে বিস্তারিত॥

এ কথা শ্রবণান্তর ক্রোধে যেন বৈশ্যানর,
হইল ফরথকাল মনে।
আরক্ত নয়ন দ্বয়, রোষেতে ভৎসিয়া কয়,
যুবরাজ নরেশনন্দনে॥
যে কথা বুদ্ধির ঘোরে, জিজ্ঞাসা করিলে মোরে,
প্রতিফল পাইতে এক্ষণে।
কি করিব চারা নাই, বন্ধুতা করেছি ভাই,
আগে না বুঝিয়া তব সনে॥
বন্ধুতার অনুরোধ, হল তব মৃত্যু রোধ,
নহে অসীঘাতে যেতো প্রাণ।
এ কথা পুনশ্চ মুখে, আনিলে পড়িবে দুখে,
অতএব হও সাবধান॥
এ দেশের রাজা যিনি, আজ্ঞা দিয়াছেন তিনি
যাবদীয় তাঁর প্রজাগণে।
গোলসেনুয়ার তত্ত্ব, যে জন করিবে তত্ত্ব,
বধিবে তাহারে সেইক্ষণে॥
অতএব কোনজন, নাহি করে অন্বেষণ,
গোল-সেনুয়ার বিবরণ
আছে ভয় জানে স্থির, জিজ্ঞাসিলে যাবে শির,
এই জন্য ক্ষান্ত থাকে মন॥

অতএব ক্ষমাদেহ, এ তত্ত্ব না জানে কেহ,
জানেন আপনি ভুভুষণ।
যদ্যপি শুনিতে আশ, চলহ তাঁহার পাশ,
লয়ে যাব তোমারে এখন।।
শুনি হর্ষ নৃপসুত, হইয়া বিনয় যুত,
সঙ্গে তার করিল গমন।
পথে যেতে দুইজনে, নানা কথা আলাপনে,
উপনীত নৃপের সদন॥
বোসে আছে সেনুয়ার, সভা মাজে দিয়া বার,
চারিদিকে সভাসদগণ।
যেমন অমরপুরে, বেষ্টিত নিকর সুরে,
বিরাজিত সহস্রলোচন॥
দুইজনে সমাদরে, করপুট পুরঃসরে,
ভুপতির চরণ বন্দিল।
নিরখিয়া দুইজনে, নৃপতি সানন্দ মনে,
বসিবারে অনুজ্ঞা করিল।।
তদন্তর ভুভুষণ, জিজ্ঞাসেন বিবরণ,
আগমন কিসের কারণ।
কহিছে করথকাল, আসিয়াছি মহীপাল,
হেতু তব চরণ দর্শন॥

এই মহাধন-সুত, সর্ব্বগুণে গুণযুত,
শুনিয়া প্রভুর যশোগান।
ওপদ দর্শন আশে, ওকাফ নগরে আসে,
সাধ মনে রহে তব স্থান॥
তুষ্ট হয়ে নররায়, আশ্বাস দিলেন তায়,
রাখিলেন সমাজে তাঁহার।
নৃপসুত হর্ষ হয়ে, খগদত্ত মতি লয়ে,
রাজারে দিলেন উপহার॥
নৃপজের ব্যবহারে, সরলতা সদাচারে,
বদ্ধ হইলেন সেনুয়ার।
উপজিল সখ্যরস, উভয়ে হইল বশ,
উথলিল প্রেম অকূপার॥
গীত বাদ্য নাট রঙ্গে, দোঁহে রহে এক সঙ্গে,
একত্রেতে শয়ন ভোজন।
দুঃখলেশ নাহি ক্ষণে, সদা রহে সুখীমনে,
করে দিবা যামিনী যাপন॥
বিশেষতঃ নৃপসূন, বীণাবাদ্যে সুনিপুন,
ভুলাইল ভূপতি-প্রধান।
তাল মান লয় সুরে, ত্রিতন্ত্রী বীণার সুরে,
আরম্ভিল সুমধুর গান॥

শুনিয়া অবনীপতি, হইয়া প্রফুল্ল অতি,
কহিলেন কুমারের প্রতি।
যাহে তব চাহে মন, কহ সখা এইক্ষণ,
দিব আমি তোমারে সম্প্রতি ॥
ঘুচায়ে মনের দুখ, দিলে যে অন্তরে সুখ,
উপজিল আনন্দ অপার।
ইচ্ছাহয় হেন মনে, যতনে জীবন ধনে,
দিয়া পরিশোধ করি ধার ॥
কালপেয়ে নৃপজনু, হইয়া পুলক তনু,
পৃথিবীর-পতি প্রতি কন।
যদি তুষ্ট মমোপর, হইলে অবনীশ্বর,
আকুঞ্চন করহ পুরণ ॥
যা চাহিব তাহা দিবে, অন্যমত না করিবে,
যদ্যপি করিলে হেন পণ।
অতএব চাহি যাহা, কৃপা করি দেহ তাহা,
দীনে দিতে হৈওনা কৃপণ।
এতবলি রাজসুত, হইয়া বিনয় যুত,
ভূপতিরে করিল জ্ঞাপন।
যে জন্য ত্যজি স্বপুর, আইলেক এতদূর,
আদ্যঅন্ত নিজ বিবরণ ॥

কুমার কর্ত্তৃক গোল-নাম্নী-পরী-নন্দিনীর অসম্ভব ক্রিয়া দর্শন।

এরূপ কহিল যদি নৃপতিনন্দন।
শুনিয়া নৃপতি হৈল ক্রোধে হুতাশন॥
পরুষ বচনে বলে বসুধার-পতি।
জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মোরে যে ভারতী॥
পাইতে উচিত ফল অন্যজন হলে।
পেলে পরিত্রাণ প্রাণে প্রিয়সখা বলে॥
কি করি প্রণয় সূত্রে করেছ বন্ধন।
নহে করিতাম তব মস্তক ছেদন॥
যদি চাহ মান প্রাণ কলি সারোদ্ধার।
হেন কথা মুখে না আনিহ পুনর্ব্বার॥
এতেক কহিল যদি ওকাফ-ঈশ্বর।
পুনশ্চ কুমার কহে করি যোড়কর॥
এখনি আপনি কহিলেন এই কথা।
যাহা চাবে তাহা দিব না হবে অন্যথা॥
বিশ্বাস জানায়ে মোরে আশ্বাস বচনে।
নিরাশ্বাস নরপতি করেন কেমনে?॥

দিবেন বলিয়া করিলেন দৃঢ় পণ।
ক্ষমতা প্রকাশ কেন করেন এখন? ॥
মনোরথ করি পুর্ণ করুন সংহার।
ইহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখ না হবে আমার ॥
ভূপতি কহিল ভাই অন্য কিছু চাও।
এ কথা সুধায়ে কেন মোর মাথা খাও ॥
কুমার কহিল, ভূপ! করি নিবেদন।
অন্য বিষয়েতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
যদর্থে লয়েছি তব চরণে শরণ।
কৃপা করি করুন সে বাসনা পূরণ ॥
নিতান্ত আগ্রহ তারে দেখিয়া তখন।
দাসগণে অনুজ্ঞা করিল ভূভূষণ ॥
" যাহরে কিঙ্করসব আমার আজ্ঞায়।
সপিঞ্জর আন সেই কন্যাকে হেথায় ॥
আরো যেং দ্রব্য আছে তাহার সহিত।
সকলি এখানে আনি কর উপস্থিত" ॥
" যো হুকুম মহারাজ" বলিয়া তখন।
রাজাদেশে দাসগণ করিল গমন ॥
সিংহাসনোপরি এক কুক্কুরে লইয়া।
নিমিষে আইল সবে সভায় ফিরিয়া ॥

সমাজ প্রাঙ্গণে তারে করিল স্থাপন।
সকলে করিল সেই শ্বাপদে বন্দন॥
গজমুকুতার হার সারমেয় গলে।
হীরকের ধুকধুকি ধ্বকং জ্বলে॥
কুঞ্জর দশনে বিনির্ম্মিত-সিংহাসন।
তাহার উপরে পাতা নেতের আসন॥
কনকের কাজ কত তাহার উপর।
করেছে সমাজ গৃহ শোভায় সুন্দর॥
তারপর দাসগণ যাইয়া অচিরে।
আনিল পিঞ্জরবদ্ধা এক রমণীরে॥
কৃশাঙ্গী মলিন কান্তি কঙ্কাল সদৃশা।
খণ্ড চীরবাসা অস্থিচর্ম্ম অবশেষা॥
নীহার নিপাতে যেন নলিনীর দল।
সেইরূপ ক্ষীণাঙ্গী হয়েছে অবিকল॥
তদন্তর কিঙ্কর নিকর শীঘ্র গিয়া।
দানবের মুণ্ড এক রাখিল আনিয়া॥
অতি ভয়ঙ্কর মুণ্ড প্রকাণ্ড আকার।
হেরিলে শঙ্কিত হয় মানস সবার॥
রাজার আদেশে রাজ-অনুচরগণ।
রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্য করি আয়োজন॥

সাদরেতে সারমেয় সম্মুখে রাখিল।
কুক্কুর প্রচুর রূপে আহার করিল ॥
তাহার উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট যাহা ছিল।
তাই সেই রমণীরে খাইবারে দিল ॥
কি করে দুর্ভাগা নারী শাসন কারণ।
তাহাই কিঞ্চিৎ মাত্র করিল ভোজন ॥
তদন্তর নরবর উঠিয়া অচিরে।
দণ্ডাঘাত করিলেন দানবের শিরে ॥
তাহে দুই তিন বিন্দু শোণিত পড়িল।
চাটিয়া খাইতে তাহা কামিনীরে দিল ॥
কি করে শাসন ভয়ে সুন্দরী তখন।
সেই নিশাচর রক্ত করিল ভোজন ॥
সেইকালে কুমারে কহিল ভূমিপতি।
তব অভিলাষ যাহা দেখিলে সম্প্রতি ॥
এখন তোমার শির করিব কর্ত্তন।
সত্বর গমন কর শমন সদন ॥
শুনিয়া সভয়ে কয় কুমার তখন।
শুনহ মহারাজ! মম নিবেদন ॥
সত্য সব প্রত্যক্ষ দেখিনু মহীপতি।
কিন্তু এর মর্ম্ম না হইল অবগতি ॥

বলিয়া অগ্রেতে বিস্তারিত বিবরণ।
পশ্চাৎ আমার মুণ্ড করুন ছেদন॥
বিনয় কাকুক্তি তার করিয়া শ্রবণ।
নৃপের হইল ইচ্ছা করিতে বর্ণন॥
ভূপের ভাবনা বুঝি ভাবিনী তখন।
কলঙ্ক প্রকাশ ভয়ে করিল ক্রন্দন॥
তাহার নয়ন নীর মহীতে পড়িতে।
অপরূপ মুক্তা এক জন্মে আচম্বিতে॥
সেই মুক্তা নয়নেতে করি নিরীক্ষণ।
রাখিতে দাসেরে আজ্ঞা করিল রাজন॥
দাস লয়ে সেই মুক্তা যতনে রাখিল।
হেরিয়া হেমাঙ্গী তাহা ঈসদ্ হাসিল॥
সুধার আধার তার অধর হইতে।
অমনি কুসুম রাজী পড়িল মহীতে॥
সেই পুষ্প দাস লয়ে দিল নৃপ করে।
মহীপাল লয়ে তাহা রাখিল আদরে॥
তখন নৃনাথ কন নৃপজের প্রতি।
আর কি জানিতে তব মানস সম্প্রতি॥
তুরস্ক-অধিপ-পুত্র বলে, নরনাথ!।
আশ্চর্য্য বিষয় চক্ষে দেখিনু সাক্ষাৎ॥

কিন্তু এর মর্ম্ম কিছু নারিনু জানিতে।
এই জন্য মহাখেদ রয়ে গেল চিতে॥
যদি ইহা কৃপা করি কন অকিঞ্চনে।
কৃতার্থ হইয়া থাকি বিক্রীত চরণে॥
কহিলেন সেনুয়ার শুন গুণাকর।
সে কথা স্মরণে হয় বিকল অন্তর॥
কি করি বচন বদ্ধ করেছ অগ্রেতে।
কাজেই কহিতে হল তব সমক্ষেতে॥

নরদেব সেনুয়ার-কর্ত্তৃক গোলকন্যার সমস্ত বিবরণ বর্ণন।

শুন মম বিবরণ ওহে গুণাধার!।
এ দেশের অধিকার সকলি আমার॥
ধনে জনে কোনদিকে অপ্রতুল নাই।
স্বাধিকারে সাধীনত্বে সময় কাটাই॥
না ছিল অন্তরে কিছু উদ্বেগ আমার।
বয়স্য সহিত করি সুখেতে বিহার॥
এক দিন মৃগয়া করিতে হৈল মন।
অনুচর সহ করি অরণ্যে গমন॥

মৃগয়া কৌতুকে ক্রমে স্বরাজ্য ছাড়িয়া।
পরীরাজ অধিকারে উত্তরিনু গিয়া॥
গগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
ধরাগাত্রে রবিকর পতিত প্রখর॥
তপনের তাপে তনু প্রতপ্ত হইল।
পিপাসায় তালুমূল কণ্ঠ শুকাইল॥
পশ্চাতে রহিল মম অনুচরগণ।
জল হেতু চারিদিক করি অন্বেষণ॥
ক্রমেতে প্রান্তর মধ্যে ভ্রমিতে২।
অদূরেতে কুপ এক পাইনু দেখিতে॥
পরেতে নিকটে তার করিয়া গমন।
বারি পাইবার আশে করিনু যতন॥
পয়োপাত্র নাহি সঙ্গে কিসে তুলি জল।
ভাবিয়া হইল মম অন্তর বিকল॥
অবশেষ যুক্তি করি পাইতে জীবন।
ফেলিয়া দিলাম তাহে অঙ্গের বসন॥
যখন তুলিতে বাস করিনু যতন।
কোনমতে তুলিতে নারিনু সে বসন॥
অনুমান করিলাম বুঝি কোন জন।
হইয়া থাকিবে এই কূপেতে মগন॥

ফলিতার্থ যা ভাবিনু তাহাই হইল।
কূপ হতে এই শব্দ হইতে লাগিল॥
" এসেছ কে মহাজন ধর্ম্ম অবতার।
কূপ হতে অনাথারে করহ উদ্ধার" ॥
দয়া উপজিল মনে এউক্তি শ্রবণে।
বসন ধরিয়া টান দিলাম যতনে॥
বস্ত্র সহ দুই বৃদ্ধা আইল উঠিয়া।
বিস্ময় হলেম আমি তাদের দেখিয়া॥
জিজ্ঞাসিনু কে তোমরা কিসের কারণ।
এই অন্ধ কূপে ছিলে হয়ে নিমগন॥
অস্থিচর্ম্ম অবশেষা বৃদ্ধা দুইজনে।
কহিল তাহারা দোঁহে করুণ বচনে॥
ঈশ্বর করুন বাছা মঙ্গল তোমার।
আমাদিগে এ বিপদে করিলে উদ্ধার॥
যদবধি এ জগতে জীবিত থাকিব।
তাবৎ তোমার গুণ স্মরণ করিব॥
কূপ হতে উদ্ধারি যেমন দিলে প্রাণ।
সেইরূপ কৃপা করি দেহ চক্ষুঃ দান॥
দৃষ্টিহীন হয়ে মোরা থাকিব কেমনে।
নয়ন বিফল যার কি ফল জীবনে॥

শুনি তাহাদের বাক্য কহিনু তখন।
শুনগো স্থবিরা দ্বয়, আমার বচন॥
ঔষধ না জানি আমি বল কি প্রকারে।
চক্ষুঃ দানদিব আমি তোমা দোঁহাকারে॥
শুনিয়া কহিল তারা শুন বাছাধন।
অদূরে পাইবে এক তটিনী দর্শন॥
নিত্য সেই নদী হতে বৃষ এক আসি।
বনে বিচরণ করে হইয়া তৃণাশী॥
ভোজনান্তে গোময় উৎসর্জ্জি বৃষবর।
প্রদোষে তটিনী গর্ব্ভে প্রবেশে সত্বর॥
তাহার গোময় আনি করিয়া অঞ্জন।
অক্ষীতে মিসালে হবে আরোগ্য নয়ন॥
কিন্তু বাছা সাবধানে থাকিবে তথায়।
যেন সেই দুষ্টষণ্ড দেখিতে না পায়॥
দেখিলে তোমারে বৃষ করিবে সংহার।
অতএব সতর্ক থাকিবে গুণাধার॥
হলে পরে বৃদ্ধাদের কথা সমাপন।
গোময়ের হেতু করি সত্বর গমন॥
নদীতটে রহিলাম বৃক্ষের আড়ালে।
দেখি জল হতে বৃষ উঠে সেইকালে।

বনেতে আসিয়া সুখে করি তৃণাশন।
গোময় বর্জ্জিয়া কৈল স্বস্থানে গমন॥
আমি সেই গোময় তুলিয়া লয়ে করে।
অচিরে এলেম বৃদ্ধাদ্বয়ের গোচরে॥
অঞ্জন করিয়া, চক্ষে করিতে অর্পণ।
পূর্ব্বমত বৃদ্ধা দুই পাইল নয়ন॥
কায়মনে ঈশ্বরে করিয়া ধন্যবাদ।
মনের সহিত মোরে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
তদন্তে কহিল তারা শুন বাছাধন।
পরীরাজ কিঙ্করী আমরা দুইজন॥
ক্রুদ্ধ হয়ে পরীস্বামী আমাদের প্রতি।
অকারণে কূপে ফেলি দিলেন দুর্গতি॥
কিন্তু তুমি করিয়াছ যেই উপকার।
জন্ম জন্মান্তরে কভু নহে ভুলিবার॥
শোধিতে তোমার ধার নারিব কখন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন বাছাধন॥
এই দেশে পরীদের অধীশ্বর জিনি।
সুরূপসী আছে এক তাঁহার নন্দিনী॥
অনূঢ়া সে বালা ছলা কলা নাহি জানে।
খেলায় সঙ্গিনী সহ সুখী থাকে প্রাণে

তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইব।
যাহাতে মিলন হয় সুযোগ করিব॥
তুমিও সুন্দর বট সুন্দরী সে ধনী।
তোমারে পাইলে হবে প্রফুল্ল অমনি॥
যোগ্যে যোগ্যে দুই জনে হইলে মিলন।
সুখেতে করিবে দোঁহে সময় যাপন॥
যদি এই গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত কভু হয়।
যদ্যপি জানিতে পারে পরীন্দ্র দুর্জ্জয়॥
জানিয়া কন্যার জার তোমারে রাজন।
দণ্ড হেতু অগ্নিকুণ্ডে করিবে দহন॥
সে সময় কৈও তুমি পরীন্দ্র সদনে।
মহারাজ! নিবেদন তোমার চরণে॥
যদ্যপি অগ্নিতে মোরে করেন দহন।
শীঘ্র যাতে দগ্ধ হই করুন এমন॥
দেওয়ান আমার অঙ্গে তৈল মাখাইয়া।
অচিরে হইব ভস্ম পাপের লাগিয়া॥
একথায় পরীপতি সম্মত হইবে।
তোমারে মাখাতে তৈল কিঙ্করে কহিবে॥
সেই কালে আমরা যাইয়া দুইজন।
হেন তৈল তব অঙ্গে করিব মৃক্ষণ॥

শত যুগ থাক যদি অনল ভিতর।
একগাছি লোম না পুড়িবে গুণাকর ॥
হুতাশন তাপে ক্লেশ কিছু না পাইবে।
সহজ শরীরে সেই অনলে বঞ্চিবে ॥
এতবলি সেই বৃদ্ধা কিঙ্করী দুজন।
আমারে লইয়া গেল গোলের সদন ॥
সুচিকন নিকেতন সুশোভন কিবা।
ইচ্ছা হয় এক দৃষ্টে হেরি নিশি দিবা ॥
পুরীমধ্যে প্রবেশিয়া করি দরশন।
কনক পালঙ্কে এক রমণী রতন ॥
সকল রূপের সার সেই নিতম্বিনী।
নবীনা ষোড়শী রূপে জিনি সৌদামিনী ॥
সে পরী মহিলা হেরি মানস মোহিল।
অতনু আবেশে তনু অবশ হইল ॥
চঞ্চল হইল চিত ধৈর্য্য নাহি ধরে।
বোধ বল লজ্জা শীল সব ক্রমে হরে।
আমারে হেরিয়া পরী চকিত হইল।
রমণী-সুলভ-ছলে কহিতে লাগিল ॥
" কে তুমি পুরুষ এলে আমার সদন।
কিঞ্চিৎ নাকর ভয় প্রাণের কারণ? ॥

একাকিনী আমি নারী থাকি পুরীমাঝ।
কি সাহসে এলে তুমি নারীর সমাজ,, ॥
আমি কহিলাম তারে শুন বরাননে।
প্রেমিক যে জন তার কি ভয় মরণে ॥
তব রূপ যশঃদূতী আনিল আমায়।
অন্যথা রূপসি কেবা আসিত হেথায় ॥
তব প্রেম ব্রত আমি করিয়াছি সার।
রাখ কিম্বা মার এবে অধীন তোমার।
একথা শ্রবণে পরী ঈসদ্ হাসিল।
সমাদরে আমারে নিকটে বসাইল ॥
করিবারে উপাদেয় ভোজ্য আয়োজন।
কিঙ্করী নিকরে আজ্ঞা করিল তখন ॥
চর্ব্ব চোস্য লেহ্য পেয়, খাদ্য সুমধুর।
আজ্ঞাপেয়ে আলীগণে আনিল প্রচুর ॥
প্রস্তুত হইলে সব তাহার সহিত।
করিলাম আহার হইয়া হরষিত ॥
চারিদিকে সহচরী হইয়া বেষ্টিত।
নৃত্যগীত বাদ্যে মন করিল মোহিত ॥
এইরূপে কিছুদিন তথায় থাকিয়া।
কৌতুকে কাটাই কাল কামিনী লইয়া ॥

সমাদরে সর্ব্বদা সুন্দরী তোষে মন।
যতনে যোগায় যাতে হয় আকুঞ্চন ॥
দৈবে একদিন ধনী বসিয়া নির্জ্জনে।
করেতে কপোল রাখি বিরস বদনে ॥
নাজানি কি ভাবিতেছে হয়ে অন্য মন।
হেনকালে পিতা তার দিল দরশন ॥
কহিল তনয়া প্রতি " কেন গো নন্দিনি।
কি কারণে আজ তোরে হেরি বিষাদিনী,, ॥
জনকের ভাষে ধনী মৌনেতে রহিল।
লজ্জা অনুরোধে কিছু কহিতে নারিল ॥
আকার প্রকার তার করি দরশন।
মনে২ পরীনাথ করিল চিন্তন ॥
" কোরেছে কিসর্ব্বনাশ না জানি কারণ।
একি দেখি অনূঢ়ার বিরহী লক্ষণ ,, ॥
অনুমান করি স্থির করিতে না পারে।
সত্বরে যাইয়া রাজা রাণীর আগারে ॥
কহিল মহিষী প্রতি " শুন বরাননে।
অদ্য আমি গিয়াছিনু কন্যার ভবনে ॥
যেরূপ দেখিনু তার রীতি ভাল নয়।
খেয়েছে আমার মাথা হেন মনে লয় ॥

নারী সে নারীর মর্ম্ম ভালমতে জানে।
অতএব যাও তুমি বারেক সেখানে॥
ভালমতে জেনে এস তনয়ার মর্ম্ম।
জানিয়া করিব এর বিহিত যে কর্ম্ম॥
পতির আদেশ পেয়ে মহিষী তখন।
সত্বর গমন কৈল কন্যার সদন॥
যাইয়া দেখিল তার নাহি সে আকার।
উঁহার সকল ভাব হইল প্রচার॥
অনঙ্গবিলাস-ক্ষত চিহ্ন সব গায়।
অধমুখী বিনোদিনী মলিন লজ্জায়॥
মাথা তুলি কথা কিছু না পারে কহিতে।
কষ্ট সৃষ্টে যায় ধনী মায়ে প্রণমিতে॥
যে ছিল সংশয় মনে প্রত্যক্ষ হইল।
রোষে রাণী তনুজারে ভৎসিতে লাগিল॥
"এই কি লো তোর মনে ছিল ও পাপিনি।
অকলঙ্ক রাজকুলে হলি কলঙ্কিনি॥
স্বকুল গৌরবে রাজা ছিল অতি দর্পী।
দংশিলি যশের শিরে হয়ে কালসর্পী॥
কুল শীল লজ্জা ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি।
অবশেষ চোরের সহিত মিলে গেলি॥

নানা রূপ গুণযুত রাজপুত্র কত।
তোর আশে ভূপতির আছে পদানত॥
সে সকল জনে তোর না হইল মন।
ভ্রষ্টা হলি সতীধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন॥
ইহার কুটনী কেবা হইল লো তোর।
ঘটকালী করিয়া সে ঘটাইল চোর॥
কোরেছিস্ যে কুকর্ম্ম প্রতিফল পাবি।
পাবি ঘোর যাতনা নরকে শেষ যাবি॥
থাক২ পাপীয়ষি থাক২ থাক।
রাজারে বলিয়া তোর কাটাইব নাক্,,॥
এতবলি উষ্মাভরে মহিষী চলিল।
রাজার নিকটে সব সংবাদ কহিল॥
শুনি হইলেন ভূপ ক্রোধে হুতাশন।
বাহির দেওয়ানে আসি দিলেন দর্শন॥
কোটালের প্রতি করিলেন অনুমতি।
" যাওরে কোটাল মম কন্যার বসতি॥
দেখিলে পুরুষ কোন তাহার মহলে।
আনিবে আমার কাছে বাঁধিয়া শিকলে॥
" যো হুকুম মহারাজ,, বলিয়া তখন।
কোটাল সত্বরে গেল কন্যার সদন॥

সগণ কোটাল তথা মোর দেখা পায়।
বান্ধিয়া আনিল মোরে রাজার সভায়॥
আমারে দেখিয়া রাজা রুষ্ট হয়ে চিতে।
তখনি অনুজ্ঞা করে অনলে ফেলিতে॥
রাজাজ্ঞায় দাসগণ তখনি ধাইল।
পর্ব্বত প্রমাণ করি কাষ্ঠ সাজাইল॥
জ্বালাইল হুতভুক্ হয়ে কুতূহলী।
সে চিতা জ্বলিল যেন রাবণের চুলী॥
ধাক্কামেরে আমারে লইয়া তথা যায়।
কৌতুক দেখিতে প্রজাগণ সব ধায়॥
সমসাজ পরীরাজ ঘটনার স্থলে।
কৌতুক দর্শন হেতু রন কুতূহলে॥
কেমনে পাইব ত্রাণ উপায় না পাই।
বিপদে পড়িয়া সুধু ঈশ্বরে ধেয়াই॥
যেই কালে আমারে লইয়া দাসগণে।
ফেলিতে উদ্যত হৈল জ্বলন্ত দহনে॥
পূর্ব্ব উক্ত দুই বৃদ্ধা দাসীর বচন।
সেইকালে মম মনে হইল স্মরণ॥
তাহারাও উপস্থিত থাকি সেই স্থলে।
আমার দুর্দ্দশা দৃষ্টে ভাসে নেত্র জলে॥

বিনয়ে ভূপের প্রতি কহিনু তখন।
মহারাজ! তব পদে এই নিবেদন॥
আমি দুষ্ট দুরাচার নরাধম অতি।
উচিত আমারে দগ্ধ করা পরীপতি॥
আপনার রাজধর্ম্ম করুন পালন।
আমার নরক বাস বিধির লিখন॥
অন্তিমে প্রার্থনা এই তোমার চরণে।
তৈল মাখাইয়া মোরে ফেলুন দহনে॥
তাহলে অচিরে ভস্ম হবে মম দেহ।
কৃপাকরি পরীনাথ অনুমতি দেহ॥
আমার বচনে পরীনাথ সেইক্ষণে।
অনুজ্ঞা করিল সেই দাসী দুইজনে॥
" পামরের অঙ্গে তৈল মাখাইয়া দেহ।
পতঙ্গের সম শীঘ্র ভস্মহবে দেহ " ॥
রাজার আজ্ঞায় আসি দাসী দুইজন।
আমার শরীরে তৈল করিল মৃক্ষণ॥
সেইকালে দাসগণ ধাইয়া আইল।
জ্বলন্ত অনলে মোরে নিক্ষেপ করিল॥
সসমাজ পরীরাজপুরে প্রবেশিল।
আমার দহন লাগি প্রহরী রাখিল॥

সপ্তদিবা রাত্রি মোরে দহন করিল।
তবু মোর একগাছি লোম না পুড়িল॥
পূর্ব্বমত মম দেহ অক্ষত রহিল।
কিছুমাত্র অনলের তাপ না লাগিল॥
হুতাশন মধ্যে থাকি করিয়া যতন।
সভক্তি মানসে ভাবি বিভুর চরণ॥
এখানেতে পরীনাথ কহিল কিঙ্করে।
সে দুষ্টের ভস্ম ফেলি দাওগে সাগরে॥
রাজাজ্ঞায় দাসগণ তথায় আইল।
পর্ব্বত প্রমাণ ভস্ম অন্তর করিল॥
দেখিয়া তাহারা অতি হইল বিস্মিত।
অক্ষত শরীরে আমি রয়েছি জীবিত॥
আশু আসি ভূপতিরে সংবাদ কহিল।
শুনিয়া সসভা ভূপ বিস্ময় হইল॥
পরীনাথে পাত্রমিত্র বলিল তখন।
মহারাজ! সামান্য না হবে সেই জন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হইবে দানব।
অনলে কি বাঁচে কেহ হইয়া মানব?॥
অতএব এই যুক্তি ভূপতি এখন।
সাদরে তাহার সহ করুন মিলন॥

তারে গোল কন্যা তব করিয়া প্রদান।
রাখুন বিশেষ রূপে তাহার সম্মান॥
তা হলে সে জন মনে সন্তুষ্ট হইবে।
কিছু মাত্র তব অপরাধ না লইবে॥
পাত্রভাবে পরীপতি সম্মত হইল।
সাদরে আমারে নিজ সভায় আনিল॥
আপনার পাশে বসাইয়া সেইক্ষণে।
সমাদরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে॥
"কোথায় নিবাস তব ওহে গুণধাম।
এদেশে আইলে কেন কিবা তব নাম?॥
সত্য করি কহ আপনার পরিচয়।
প্রতারণা করোনাকো ওহে গুণালয়" ॥
করি ভূপতির বাক্য শ্রবণ গোচর।
কহিলাম আমি হই ওকাফ-ঈশ্বর॥
তব নন্দিনীর রূপ করিয়া শ্রবণ।
হইয়াছে তব রাজ্যে মম আগমন॥
পরিচয় পেয়ে ভূপ সন্তুষ্ট হইল।
স্বকন্যা করিতে দান সম্মত হইল॥
যথাবিধি করি বিবাহের আয়োজন।
সমস্ত বান্ধব বর্গে কৈল আমন্ত্রণ॥

শুভ দিনে শুভ লগ্নে, করিয়া সম্মান।
আমারে পরীন্দ্র, কন্যা কৈল সম্প্রদান॥
মনোসুখে থাকি তথা কন্যার সহিত।
রাজ্যের লাগিয়া কিছু না হই চিন্তিত॥
এক ভাবে এক মনে সদা সুখে রই।
বিচ্ছেদ যাতনা প্রাণে কিছু নাহি সই॥
এইরূপে কিছুদিন থাকি সে নগরে।
স্বরাজ্যে আসিতে ইচ্ছা হইল অন্তরে॥
যাইয়া শশুর স্থানে চাহিলে বিদায়।
পরীপতি অনুমতি দিলেন ত্বরায়॥
আরো নানাবিধ রত্ন রজত কাঞ্চন।
যৌতুক স্বরূপ মোরে দিলেন তখন॥
মোরে দেশে রেখে এসে ইহার কারণ।
সঙ্গেতে দিলেন দাস দাসী কয়জন॥
সস্ত্রীক মরাল রথে আরোহণ করে।
নিরাপদে উত্তরিনু আপন নগরে॥
কামিনী লইয়া কাল সুখেতে কাটাই।
নিত্য নব নব রসে যামিনী পোহাই॥
চিরদিন সমান সৌভাগ্য নাহি রয়।
কালক্রমে অমৃতে গরল উপজয়॥

একদিন নিশিযোগে, শুন চমৎকার।
হস্ত পদ শীতল দেখিনু স্বযোষার॥
সকল শরীর উষ্ণ করিনু স্পর্শন।
সংশয় হইল মনে ইহার কারণ॥
ডাকিয়া তাহারে জিজ্ঞাসিলাম তখন।
কেন হস্ত পদ তব শীতল এমন॥
কামিনী কহিল গিয়াছিনু বাহিরেতে।
হস্ত পদ শীতল হয়েছে জীবনেতে॥
উত্তর পাইয়া ক্ষান্ত হলেম সেক্ষণে।
কিন্তু যে সন্দেহ মোর রয়েগেল মনে॥
পর নিশি পূর্ব্বরূপ করি দরশন।
জিজ্ঞাসা করাতে কৈল পূর্ব্বের বচন॥
তাহাতেচঞ্চল মন হইল আমার।
ভাবিলাম নারীর হয়েছে ভ্রষ্টাচার॥
পরদিন যামিনীতে কপট নিদ্রায়।
রহিলাম ছল করি শুইয়া শয্যায়॥
নিদ্রিত জানিয়া মোরে দুঃশীলা তখন।
অভিসারিকার বেশ করিল ধারণ॥
বিবিধ ভূষণে অঙ্গ সজ্জিত করিল।
যত্নে নারী নীলাম্বরী নীবিতে পরিল॥

তদন্তর গৃহ হতে বাহির হইল।
চঞ্চল চরণে ধনী গমন করিল॥
আমিও পশ্চাতে তার বীরবেশ ধরি।
চলিলাম শাণিত কৃপাণ করে করি॥
নগরের বহির্ভাগে অদূরে প্রান্তরে।
ক্রমেতে চলিল রামা নির্ভয় অন্তরে॥
প্রান্তরের মধ্যে পর্ণ নির্ম্মিত কুটীরে।
প্রবেশিল পাপীয়সী তাহাতে অচিরে॥
কুটীরের মধ্যে বোসে দৈত্য পঞ্চজন।
প্রকাণ্ড মূরতি সবে ভীষণ দর্শন॥
বামারে দেখিয়া তার মধ্যে একজন।
প্রহারিল অতিশয় করিয়া ভৎর্সন॥
অন্তরে থাকিয়া দেখি-ভাবিনু তখন।
বুঝিবা প্রহারে ধনী ত্যেজয়ে জীবন॥
কাকুতি মিনতি করি ধরিয়া চরণে।
কহিল রমণী সেই দনুজ ভীষণে॥
"এ দাসীর প্রতি কৃপা করি বিতরণ।
প্রাণনাথ! অপরাধ করহ মার্জ্জন॥
জাগিয়া ছিলেন পতি কি করি উপায়।
এ জন্য বিলম্ব হল আসিতে হেথায়॥

এইরূপ ভাষে আর ভাসে নেত্রজলে।
তথাচ দনুজ তারে কত কটু বলে॥
এইরূপ দোঁহাকার দেখিয়া ব্যভার।
প্লাবিত হইল মম ক্রোধ পারাবার॥
ক্রোধ, লজ্জা, ঘৃণা, খেদ, শোক সমুদয়।
যুগপৎ মম মনে হইল উদয়॥
সত্বরে সবেগে রাগে করিয়া গমন।
করিলাম দানবের কেষ আকর্ষণ॥
দেখিয়া সে পাপীয়সী রমণী দুঃশীলা।
আশু এক অসি আনি তার করে দিলা॥
দানব কৃপাণপাণি হইয়া তখন।
আমারে কাটিতে করে অসি উত্তোলন॥
সে কালে কুক্কুর এই মোর সঙ্গে ছিল।
লাফদিয়া দনুজের স্কন্ধেতে উঠিল॥
এমনি জোরেতে তারে দংশন করিল।
দংশন জ্বালায় দৈত্য ভূতলে পড়িল॥
সেইকালে আমি তার খড়্গ কেড়ে লয়ে।
একাঘাতে তাহারে পাঠাই যমালয়ে॥
দেখে চারিজন দৈত্য মধ্যে একজন।
প্রাণভয়ে দূরেতে করিল পলায়ন॥

অবশিষ্ট তিনজনে জিনিয়া সমরে।
বন্ধন করিয়া শাস্তি দিলাম সত্বরে ॥
এই সেই তিন দৈত্য ভৃত্য তিনজন।
এই সেই দৈত্যমুণ্ড কর দরশন ॥
এই সেই কুক্কুর যে দিল প্রাণ দান।
এই সেই পাপীয়সী দেখ বিদ্যমান ॥
কুক্কুর হইতে পাই অমূল্য জীবন।
একারণ করি সেবা গুরুর মতন ॥
যে দৈত্য এখান হতে কৈল পলায়ন।
সে এখন আছে চিনরাজের সদন ।
মেহের-অঙ্গেজ কন্যা বসে যেই স্থলে।
সেই দুষ্ট দানব নিবসে তার তলে ॥
শুনিলেতো আমার সকল বিবরণ।
এখন আপন সত্য করহ পালন ॥
নিশ্চয় তোমার মুণ্ড ছেদন করিব।
উপরোধ অনুরোধ কিছু না রাখিব ॥
কুমার কহিল "ভূপ! করি নিবেদন।
অবশ্য প্রতিজ্ঞা আমি করিব পালন ॥
যায় যাবে প্রাণ তাহে খেদ নাহি মনে।
বাসনা করিয়া পুর্ণ বধুন জীবনে ॥

না হলেম অবগত সব বিবরণ।
এই জন্য মনে খেদ রহিল এখন ॥
কি জন্য চিনেশ সুতা সেই দুষ্টজনে।
আশ্রয় দিলেন তিনি আপন ভবনে ॥
ইহার বিশেষ মোরে না বলিয়া যদি।
করেন ছেদন মোরে করুণাজলধি ॥
তবে তব অপযশঃ হইবে সংসারে।
অপরাধী হইবেন ধর্ম্মের বিচারে ॥
কুমার কহিল যদি এরূপ বচন।
সেন্নুয়ার ভাবে মনে কি করি এখন ॥
না জানি সন্ধান এর কেমনেতে কই।
না কহিয়া নিলে প্রাণ ধর্ম্মে দোষী হই ॥
প্রকাশিয়া বলিলেন ধন্য গুণাকর!।
তোমার গুণেতে তুষ্ট হইল অন্তর ॥
আহামরি কিবা তব বুদ্ধি বিচক্ষণ।
শুনিলে বৃত্তান্ত সব বাঁচালে জীবন ॥
কিছু দিন আমার পুরেতে কর বাস।
পরেতে যাইবে তুমি আপন নিবাস ॥
শুনিয়া কুমার তাহে সম্মত হইল।
কিছু দিন অনুরোধে ওকাফে রহিল ॥

তার পর নৃপ স্থানে লইয়া বিদায়।
স্বদেশ যাইতে যাত্রা করে যুবরায়॥

কুমারের, গরুড় স্মরণ, ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ,
তরমতাক্‌রক্ষদুহিতা ও জামিলা-খাতুন
পরীকে সঙ্গে লইয়া, লতিফাবানুকে
প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক,
মহা-চিনে গমন।

কুমার কৌতুকে সিন্ধু কূলেতে উত্তরি।
গরুড়ে স্মরণ কৈল পর দগ্ধ করি॥
স্মরণ মাত্রেতে পক্ষী দিয়া দরশন।
কুমারে স্বপৃষ্ঠোপরি করিল বহন॥
পূর্ব্বমত পক্ষীমাংস জল তুলি নিল।
সপ্ত দিনে সপ্ত সিন্ধু দোঁহে উত্তরিল॥
গরুড় আশ্রমে উত্তরিয়া যুবরায়।
সাদরে সম্ভাষ কৈল তার বনিতায়॥
সেও সমাদরে আনি ফল উপহার।
বিধিমত করিলেক অতিথি সৎকার॥

গরুড়ে বিদায় দিয়া নৃপতিনন্দন।
ব্যাঘ্ররাজ বাসবনে দিল দরশন॥
দেখিয়া শার্দ্দূলপতি অতি সমাদরে।
কুমারের কুশল জিজ্ঞাসে সুখান্তরে॥
কুমার সকল কহি বিদায় লইল।
চলমাক্ নগরেতে আসি উত্তরিল॥
নেত্র পথে কুমারে করিয়া দরশন।
রক্ষবালা করে যেন পায় হারাধন॥
কুমারীর শিষ্টাচারে কুমার ভুলিল।
গান্ধর্ব্ব বিধানে তারে বিবাহ করিল॥
রক্ষদুহিতায় লয়ে রাজার তনয়।
জামিলা খাতুন পরীনিলয়ে উদয়॥
পুরীমধ্যে প্রিয়কান্তে করি দরশন।
হল পরী প্রেমপূর্ণ আনন্দে মগন॥
উভয়ে হইল সুখী উভয় দর্শনে।
করিল মানসপূর্ণ প্রেম আলাপনে॥
কুমার বিবাহ করি লয়ে সঙ্গে তারে।
আইলা লতিফাবানু পরীর আগারে॥
জামিলার দাসদাসী যত জন ছিল।
কুমারের সঙ্গে তারা সকলে আইল॥

কুমারের পূর্ব্বকোপ ছিল মনেং।
কাল পেয়ে প্রবল হইল সেইক্ষণে ॥
দাসগণে আজ্ঞাদিল নৃপতি নন্দন।
লতিফারে আন হেথা করিয়া বন্ধন ॥
আজ্ঞাপেয়ে দাসগণ তখনি ধাইল।
বাঁধি তারে কুমারের সম্মুখে আনিল ॥
লতিফারে হেরে আজ্ঞা দিলেন কুমার।
ত্বরা কর এ দুষ্টার জীবন সংহার ॥
একপ অনুজ্ঞা যদি কুমার করিল।
জামিলা-খাতুন তাঁরে নিষেধি কহিল ॥
ক্ষমাদেহ প্রাণনাথ! ধরি তব পায়।
তোমারে স্ত্রীবধকরা শোভা নাহি পায় ॥
অশেষ পাপের ভাগী স্ত্রীবধে হইবে।
ত্রিভুবনময় তব কলঙ্ক ঘুষিবে ॥
করুন এমন দণ্ড ওহে গুণাধার।
পুন যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে আর ॥
জামিলার ভাষে রায় নিরস্ত হইল।
কৃপা করি লতিফার প্রাণ দান দিল ॥
শপথ তাহারে করাইল যুবরাজ।
পুন যেন পরী নাহি করে হেন কাজ ॥

যে সকল জনে পরী মৃগ করি ছিল।
কৃপা করি তাহাদিগে মুক্ত করি দিল ।।
সাদরেতে সম্ভাষণ করিয়া সবায়।
বসন ভূষণ দিয়া করিলা বিদায় ।।
পরে দাসদাসী দুই রমণী সহিত।
চিনরাজ্যে কুমার হইল উপনীত ।।
বাসা লয়ে পান্থশালে রাখি তা সবায়।
একাকী কৈমুছপুরে উত্তরিল রায় ।।

কুমারের প্রশ্ন পূরণান্তর মেহের-অঙ্গেজের সহিত বিবাহ।

দ্বারে আসি রাজসুত ঘণ্টা বাজাইল।
শুনিয়া প্রহরীগণ তথায় আইল ।।
কুমারে লইয়া গেল কৈমূছ গোচর।
নিরখি তাঁহারে কহিলেন নৃপবর ।।
জানিয়া শুনিয়া মম সুদারুণ পণ।
কেন হেথা এলে বাপু হইতে নিধন ।।
তোমারে হেরিয়া স্নেহ হয়েছে অন্তরে।
ভাল চাও ফিরে যাও আপন নগরে ।।

এসে কত রাজসুত ত্যজিল জীবন।
নারিল আমার প্রশ্ন করিতে পূরণ॥
কুমার কহিল নৃপ নিবেদি চরণে।
এসেছিল যেং জন কন্যার কারণে॥
করিতে নারিল কেহ প্রশ্নের পূরণ।
একারণ যমালয় করিল গমন॥
সে বিষয় নাহি ভয় অন্তরে আমার।
যাহা জিজ্ঞাসিবে দিব উত্তর তাহার॥
এতেক শুনিয়া ভূপ সম্মত হইল।
কুমারে কুমারী গৃহে পাঠাইয়া দিল॥
কহিল কুমার গিয়া কুমারীর প্রতি।
কিবা প্রশ্ন আছে তব কহ রসবতি॥
যাহা জিজ্ঞাসিবে পাবে উত্তর তাহার।
অন্যথা না হবে কভু বচন আমার॥
কহিল নৃপাল-বালা "কহ সুচরিত!।
কি করিল গোল, সেনুয়ারের সহিত?॥
বলিতে যদ্যপি পার বাঁচিবে জীবনে।
নহে সদ্য যাবে তুমি শমন সদনে,,॥
কুমার কহিল ভয় দেখাও কি আর।
পাও নাই মোয়ে অন্য রাজার কুমার॥

যেমন করিল গোলকন্যা দুষ্টাচার।
দিয়াছেন সেনুয়ার প্রতিফল তার ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি তাই শুন বরাননে।
সেইরূপ হতে কি বাসনা আছে মনে? ॥
একথা শ্রবণে কন্যা হইল বিস্ময়।
তবু সাহসেতে ভর করি পুন কয় ॥
যদ্যপি বলিতে পার এই বিবরণ।
তোমারে স্বামিত্বে আমি করিব বরণ ॥
না পারিলে কোনমতে নাহিক নিস্তার।
এখনি জল্লাদ হস্তে হইবে সংহার ॥
কুমার কহিল শুন রাজারনন্দিনি।
একান্ত শুনিতে চাহ যদি সে কাহিনী ॥
সমসাজ-মহারাজ আসুন এখানে।
কহিব বৃত্তান্ত আমি তাঁর বিদ্যমানে ॥
শুনি রাজকন্যা তাতে হইল স্বীকার।
আনিবারে নৃপবরে দিল সমাচার ॥
পাত্রমিত্র সহ ভূপ আসি সেইস্থলে।
বসিলেন প্রসঙ্গ শ্রবণ কুতূহলে ॥
কুমার কহিল নৃপ করি নিবেদন।
একান্ত শুনিবে যদি সেই বিবরণ ॥

কিন্তু এই মম অগ্রে করুন স্বীকার।
যা ইচ্ছা করিব শেষ তব দুহিতার॥
কন্যা বলে ভাল আগে বল এ আখ্যান।
পশ্চাৎ আমারে শাস্তি করিহ প্রদান॥
ভূপতি কহিল ভাল আমারো এ পণ।
যাহা ইচ্ছা তব মনে করিহ তখন॥
ভুপজ বলিল ভূপ জিজ্ঞাস কন্যায়।
এ কথা বলিতে কেবা উঁহারে শিখায়॥
একথা শ্রবণে সভাসদ যত জন।
বিস্ময় পুরিত চিত্ত হইল তখন॥
কহিল কন্যার প্রতি সকলে মিলিয়া।
এ কথার গুরু কেবা বল বিবরিয়া॥
কেমনে গোপন কথা কহিবে কুমারী।
হইল সে অধমুখী লজ্জা পেয়ে ভারি॥
ভূপজ কহিল আমি কহিব স্বরূপ।
কিন্তু কিসে প্রত্যয় হইবে তব ভূপ॥
যে বলেছে যদ্যপি দেখাতে পারি তারে।
মহারাজ! তবেতো প্রত্যয় হতে পারে॥
কুমারের কথা শুনি সভাসদ বলে।
যদ্যপি এমন হয় মানিব সকলে॥

কুমারের কথা শুনি ক্রোধে কন্যা কয়।
তোমার চাতুরী আর প্রাণে নাহি সয়॥
একথা আমারে শিখাইবে কোন্ জন।
কাহারে সভার মাঝে আনিব এখন॥
পারিবেনা বলিতে আগেতে গেছে জানা।
এখন করিছ মিছে চতুরালী নানা॥
ভেঙ্গেগেছে ভারিভুরি খাটিবে না আর।
এখনি জল্লাদ হস্তে হইবে সংহার॥
রুষিয়া কন্যার বাক্যে কহিল কুমার।
আসুন ধরণীপতি সঙ্গেতে আমার॥
দেখাব যে জন শিখাইল এই কথা।
আমার এ বাক্য কভু না হবে অন্যথা॥
এতবলি নৃপ করে করিয়া ধারণ।
কন্যার শয়ন-গৃহে করিল গমন॥
কুমারীর সিংহাসন পাতিত যে স্থলে।
কৌতুক দেখিতে তথা যাইল সকলে॥
দাসগণে কুমার কহিল সেইক্ষণ।
শীঘ্রকরি স্থানান্তর কর সিংহাসন॥
আজ্ঞামাত্র দাসগণ তাহাই করিল।
তথায় বিবর এক দেখিতে পাইল॥

দুষ্টের উচিত শাস্তি দিতাম তখনি।
দেখাতে তোমারে আনিয়াছি নৃপমণি।।
দুষ্টদিগে সমর্পণ করিনু চরণে।
যা হয় উচিতদণ্ড করুন এক্ষণে।।
শুনিয়া-নৃপতি কন শুন বাছাধন।
রমণীরে শাস্তি দেওয়া না হয় শোভন।।
বিশেষতঃ তুমি বিভা করেছ ইহারে।
হয়েছে তোমার ভার্য্যা যথা ব্যবহারে।।
অতএব রোষভাব করিয়া বর্জ্জন।
ধর্ম্ম ব্যবহারে এরে [illegible] পালন।।
স্ত্রীজাতি অবলা অতি [illegible] বুদ্ধিধরে।
হিতাহিত বিবেচনা কিছু নাহি করে।।
অতেব স্ত্রী জনে ক্ষমা করাই উচিত।
করহ দৈত্যের দণ্ড যদভিলষিত।।
সকল অনর্থ মূল এই দুরাচার।
অতএব কর এর জীবন সংহার।
শুনিয়া শ্রবণযুগে পিতার বচন।
দাসগণে কৈল আজ্ঞা রাজারনন্দন।।
এই দুষ্টে হস্তি পদতলে ফেলি দেহ
যেন করিবর এর চূর্ণ করে দেহ।।

আজ্ঞাপেয়ে দাসগণে তাহাই করিল।
হস্তির চাপনে দৈত্য পঞ্চত্ব পাইল।।
দুষ্টের বিনাশ দৃষ্টে যত প্রজাগণ।
সকলেতে আনন্দিত হইল তখন।।
তদন্তর তনয়ে করিয়া দণ্ডধর।
রাজকার্য্যে নৃপতি নিলেন অবসর।।
চারিভার্য্যা সহ সেই রাজারনন্দন।
করিতে লাগিল সুখে প্রজার পালন।।
প্রজাগণ সবে সুখী নবভুপ পেয়ে।
সুখেতে কাটায় [illegible] নৃপযশঃ গেয়ে।।

সম্পূর্ণ।